CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 Februray, 2024 ■ আগরতলা ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ইং ■ ৬ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিজেপি'র জাতীয় কনভেনশনের শেষ দিনে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা

১০০ দিনের মধ্যে দেশবাসীর আস্থা অর্জন করতে হবে ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। রবিবার বিজেপির জাতীয় কনভেনশনের দ্বিতীয় দিন। এদিন দলের শীর্ষ নেতারা দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। এসময় দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আগামী ১০০ দিনের মধ্যে আমাদের একত্রিত হতে হবে। সব ভোটারের কাছে যেতে হবে। সবার আস্থা অর্জন করতে হবে। আর এই সব চেষ্টা করা হলে বিজেপিও দেশের সেবা করার জন্য সর্বাধিক সংখ্যক আসন পাবে। ' তৃণমূল কংগ্রেসকেও একযোগেই আক্রমণ করেন তিনি। সারদা দুর্নীতি থেকে শুরু করে তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার নিয়ে আক্রমণ শানালেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'বিগত ১০ বছরে ভারত যে গতি অর্জন করেছে, সেটা বিশ্বের কোনায় কোনায় আলোচনা হচ্ছে। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রগতি অর্জন করেছি, একটি বড় সংকল্প নিয়ে একে যুক্ত করেছি, এটাই উন্নত ভারতের সংকল্প। এটাও আমাদের স্বপ্ন, ভারতের উন্নয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে আগামী ৫ বছর অনেক বড় ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে ভারত, আগের চেয়ে অনেক গুণ দ্রুত কাজ করতে হবে।'

বিজেপির সম্মেলনে মোদী তাঁর সরকারের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরে বলেন, "গত ১০ বছরে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ও সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা কয়েক দশকের পুরনো সমস্যার সমাধান করেছি। অযোধ্যা রাম মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে পাঁচ শতাব্দীর অপেক্ষার অবসান হয়েছে। সাত দশক পর, কর্তারপুর করিডরের উদ্বোধন করা হয়েছে। সাত দশক পর অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করা হয়েছে। চার দশক পর, ওয়ান ব্যাঙ্ক ওয়ান পেনশনের দাবি পূরণ হয়েছে। তিন দশক পর, দেশে নতুন শিক্ষানীতি এবং মহিলাদের সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিল পাশ করা হয়েছে। আমরা তিন তালাকের বিরুদ্ধে একটি আইনও এনেছি।" তিনি বলেন, 'আমিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি লাল কেল্লা থেকে শৌচালয়ের বিষয়টি তুলেছিলাম। মহিলাদের প্রতি অবমাননাকর শব্দ ব্যবহারের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। আমরা দেশকে মেগা কেলেঙ্কারি, সন্ত্রাসী হামলা থেকে মুক্ত করেছি; দরিদ্র, মধ্যবিত্তদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রচেষ্টা করেছি,।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কোটি কোটি মহিলা, গরিব এবং যুবদের স্বপ্নই মোদীর স্বপ্ন। ''আমরা ২০২৯ এবং ২০৩৬ সালে ভারতে যথাক্রমে যুব অলিম্পিক এবং অলিম্পিক আয়োজন করার পরিকল্পনা করছি। ২০৩০ সালের মধ্যে রেলওয়ে কার্বন নিঃসরণ শূন্য করার লক্ষ্য নিয়েছে।"

স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি ইস্যুতে বিরোধী জোট এবং বিশেষ করে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন, কথায় আছে, বড়ে মিঞা তো বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা সুবাহান আল্লাহ। যখন কংগ্রেস দুর্নীতি করে, তখন তার জোটসঙ্গীরা কেন পিছিয়ে থাকবে। আম আদমি পার্টি চিকিৎসার নামে মহল্লা ক্লিনিক নিয়ে দুর্নীতি করেছে। ঝাড়খণ্ডে এক সাংসদের বাড়ি থেকে ৩৫০ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। ছত্তীসগঢ়ে মহাদেবের নামে জুয়া খেলানোর দুর্নীতি হয়েছে। ডিএমকে মন্ত্রীদের বাড়ি থেকে কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। তৃণমূলের নেতাদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়। এক জায়গা থেকেই ৫৫ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। লালুজি ইতিমধ্যেই শাস্তি পাচ্ছেন, এখনও দুর্নীতি সামনে আসছে প্রতিনিয়ত। কংগ্রেসের নেতৃত্বে এই অহংকারী জোটের সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দিতে হবে। এই দুর্নীতিগ্রস্তদের কোনওভাবে ভোট দেবেন না।

তিনি আরও বলেন, অনেকে বলছেন ইন্ডিয়া জোট নাকি আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আমার কাছে সাত পরিবারবাদী দলের জোট হল আইএনডিআই। যারা নিজেদের দলের মধ্যেই গণতন্ত্র তৈরি করতে পারে না, তারা দেশের গণতন্ত্র কী রক্ষা করবে? একদিকে মোদীজির উন্নয়নমূলক জোট, অন্যদিকে রাহুল গান্ধীর পরিবারতন্ত্র। আমার বিশ্বাস, জনগণ সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। ভারতীয় জনতা পার্টিকেই বেছে নেবে।

মোদীজি আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য রেখেছেন, ২০৪৭ সাল অবধি রোডম্যাপ তৈরি করে রেখেছেন। সোনিয়াজির লক্ষ্য হল নিজের ছেলেকে প্রধানমন্ত্রী বানানো, শরদ পওয়ারের লক্ষ্য হল নিজের মেয়েকে মুখ্যমন্ত্রী বানানো, মমতাদির লক্ষ্য ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করা, স্ট্যালিনের লক্ষ্য তাঁর ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী বানানো, উদ্ধব ঠাকরের লক্ষ্য ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী করা, লালুজির লক্ষ্য ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী করা আর মুলায়মজি তো ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী করেই গিয়েছেন। যাদের লক্ষ্যই নিজেদের ছেলে-মেয়ের উন্নয়ন, তারা কি কখনও দেশের উন্নয়ন করতে পারে? কখনও না।

দেশে ২জি, ৩জি, ৪জি পার্টি আছে। ২জির মানে ২জি দুর্নীতি নয়, দুই প্রজন্ম, তিন প্রজন্ম ধরে চলে আসা রাজনীতি। চার প্রজন্ম ধরে নেতা বদল হয় না। কেন? দেশের যুবদের কি শক্তি নেই? তারা এগোলেই ক্ষমতা খর্ব করে দেওয়া হয়।

দেশের মানুষদের কাছে প্রশ্ন, বিজেপি যদি পরিবারবাদী পার্টি হত, তাহলে একজন চা বিক্রেতার ছেলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। বিজেপি সরকারের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত, মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন, রবিবার এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির জাতীয় সম্মেলনে একথা বলেন শাহ।

রবিবার অমিত শাহ কেন্দ্রে বিজেপির ক্ষমতায় ফিরে আসার বিষয়ে আস্থা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আবার দেশে ক্ষমতায় ফিরে আসতে চলেছেন। সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এদিন শাহ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে মহাভারত যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি এদিন জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন কিন্তু অপরদিকে বিরোধী 'আইএনডিআই' জোট দুর্নীতিতে পূর্ণ একটি জোট। তিনি অভিযোগ করেন যে তুষ্টির রাজনীতির কারণে কংগ্রেস নেতারা রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

'আইএনডিআই' জোটেরও কটাক্ষ করেছেন অমিত শাহ। বিরোধী জোট নিজেদের পরিবারের স্বার্থকেই সবসময় গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সমাজের সব শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, দেশের বৈশ্বিক অবস্থানও বৃদ্ধি করেছেন। শাহ জোর দিয়ে বলেছেন যে দেশবাসীর মনে এখন আর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অল ইন্ডিয়া আইনজীবী ইউনিয়নের আলোচনা সভায়

গণতন্ত্র বাঁচবে কিনা সেটা নির্ভর করছে মানুষের উপর ঃ শুভাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। রবিবার আগরতলা মুক্তধারা অডিটরিয়ামে অল ত্রিপুরা ইউনিয়ন ত্রিপুরা স্টেট কমিটির উদ্যোগে ডেমোক্রেসি, সেকুলারিজ, জাস্টিস এবং সোশালিজমের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র, আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং আইনজীবী পিভি সুরেন্দ্র নাথ সহ অন্যান্যরা।এদিনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল "ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কি তাদের কার্যকারিতা হারাচ্ছে? " প্রাক্তন বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র

বলেন, মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা, ক্ষমতাবানদের প্রশ্ন করার স্বাধীনতা আজ আক্রান্ত। মানুষ এ বিষয়ে অবগত রয়েছে। গণতন্ত্র বাঁচবে কিনা সেটা নির্ভর করছে মানুষের উপর। তিনি আরো বলেন, মানুষকে সাংবিধানিক অধিকার দেওয়া বড় কথা নয়, সাংবিধানিক অধিকার মানুষ কতটা ভুগ করতে পারছে সেটা হল বড় কথা।

তিনি বলেন সংবিধানের চতুর্থ পর্বে বলা হয়েছিল দেশের প্রত্যেকটা মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এবং জনগণের পয়সা দিয়ে স্বাধীনতার পর যে সম্পত্তিগুলি দেশের স্বার্থে গড়ে উঠেছিল সেগুলি কেন এভাবে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে? কিন্তু এই প্রশ্নগুলি যাতে না করতে পারে তার জন্য আইন আনা হয়েছে। ফলে মানুষ নিশ্চিত নয় কখন তার দরজায় পুলিশ কড়া নাড়বে! শুভাশিস তলাপাত্র আরো বলেন যাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা ছিল, তাদের কোণঠাসা করতে মুখোশ পরে আজ আবির্ভূত হয়েছে তারা। তাই মানুষকে সজাগ হতে আহ্বান জানান তিনি।

গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত দেশবাসী

সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। এক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থার কায়েম রয়েছে দেশে। গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত দেশের মানুষ। রবিবার বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ জেলার সাতটি ব্লকের সভাপতি সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মীদের নিয়ে হয় এই সভা।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের বিভিন্ন সাংগঠনিক রনকৌশল এবং আগামী দিনে কংগ্রেস দলের সংগঠনকে আরো কিভাবে মজবুত করা যায় সে বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়া কংগ্রেস ভবনে।

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন আরো বলেন, এক ব্যক্তির শাসন ব্যবস্থার কায়েম রয়েছে দেশে। গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত দেশের মানুষ। এ সরকারের আমলে এক বংশ শতাব্দী নয়, মধ্যযুগে চলে যাচ্ছে মানুষ। যা মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে দেশবাসী এবং এ রাজ্যের মানুষ সঠিক সময়ে এর জবাব দেবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে। কংগ্রেস দল প্রতিনিয়ত শক্তিশালী হচ্ছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের পক্ষ থেকে জবরদস্ত লড়াই হবে।বর্তমান কংগ্রেস দলের অবস্থান প্রতিনিয়ত মজবুত হচ্ছে। বেকারত্বের জ্বালা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির কারণে মানুষ আজ দিশেহারা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিষয়ের প্রেক্ষাপট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মর্মান্তিক ! বিয়ের ৭ দিনের মাথায় যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু স্ত্রীর, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ জানুয়ারি।। আবারো সড়ক দুর্ঘটনায় প্রান গেলো সদ্য বিবাহিত দম্পতির মধ্যে স্ত্রীর।ঘটনা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা আউট পোস্টের কড়ুইয়া মুড়া এলাকায়। গত বারো ফেব্রুয়ারি খুব ঘটা করে আগরতলা সূর্য চৌমুহনী এলাকার আঠাশ বৎসরের দেবাদ্রিতা চৌধুরীর বিয়ে হয় আগরতলা রামনগর একের বাসিন্দা আদিত্য সাহার সাথে। দেবাদ্রিতা আমেদাবাদে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকুরী করেন, অপরদিকে আদিত্যও ব্যাঙ্গালোরে একটি কোম্পানিতে চাকুরী করেন। বিবাহিত সাতদিনের জীবনে - দম্পতিকে নিয়ে বর আদিত্যের আত্মীয় পরিজন আজ দুপুরে উদয়পুর

মাতাবাড়িতে পূজো দিতে আসেন। সুন্দর ভাবে পূজো পর্ব শেষে বেলা প্রায় সওয়া দুইটার সময় আগরতলা নিজ বাড়িতে ফেরার পথে বাগমা কড়ুইয়া মুড়া এলাকায় আসতেই তাদের গাড়িটি আগরতলা থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বোলেরো গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গাড়ি দুটির নাম্বার হলো টি আর জিরো ওয়ান এ ডব্লিউ জিরো ফাইব টু ফোর (অল্টু),টি আর জিরো ওয়ান বি এক্স-০৭৯৩ নাম্বারের যাত্রীবাহী বোলেরু গাড়ি। বিকট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া লরি উদ্ধার, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। পণ্যবাহী লরি চুরি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক এক ব্যক্তি। পবিতী সময়ে গাড়ির মালিকের কাছে লরি তুলে দিয়েছে পুলিশ।

লরির মালিক ইকবাল মিয়া জানিয়েছেন, আজ ভোররাতে আগরতলার বর্ডার গোলচক্কর এলাকা থেকে পণ্যবাহী লরি চুরি করে বিশালগড়ের দিকে নিয়ে আসছিল রিপন দাস নামে এক যুবক। সে শিলচরের বাসিন্দা। বিশালগড়ের উত্তমভক্ত চৌমুহনী এলাকায় পুলিশের নাকা পয়েন্টে লরিটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাড়া বাড়িতে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার পলাতক স্বামী পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। আগরতলা গ্র্যান্ডিয়োস ক্লাব এলাকায় ভাড়া বাড়িতে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। ওই ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল তাঁর স্বামী। গতকাল গভীর রাতে অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এক ভাড়াবাড়ি থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রাজধানীর গ্র্যান্ডিউস ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছাড়িয়েছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ এবং ফরেনসিক টিম। ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে, বলে অভিযোগ মৃতার পরিবারের সদ্যসদের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতলে পাঠিয়েছে।

মৃতার জনৈক পরিবারের সদ্যস জানিয়েছিলেন, গত তিন মাস ধরে গ্র্যান্ডিউস ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এক বাড়িতে ভাড়া থাকতেন শিপ্রা বিশ্বাস(৪০) ও তাঁর স্বামী মাধব শীল। গত কিছুদিন ধরে শিপ্রা বিশ্বাসের উপর শারীরিক নির্যাতন করত তাঁর স্বামী। আজ সকালে বাড়ির মালিক তাঁকে ডাক দিলেও সাড়া পাননি। পরবর্তী সময়ে ঘরে ঢুকে বিছানায় শিপ্রা বিশ্বাসের দেহ দেখতে পেয়েছেন। সাথে সাথে থানায় খবর পাঠিয়েছিল।

তাঁদের অভিযোগ, শিপ্রা বিশ্বাসকে খুন করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে স্বামী।ওই বাড়িতে তাঁরা একসাথেই থাকতেন। দিনরাত স্বামী মাধব শীল তাঁর ওপর নির্যাতন করতেন। গতকাল গভীর রাতে পালাটানা বাড়ি থেকে মাধব শীলকে পুলিশ আটক করেছে।

'রোজগার দাও ন্যায় দাও' অ্যাপের সূচনা প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ২০১৪ সালে বছরে ২ কোটি চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি সরকার। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিজেপি সরকার ১০ বছরে চাকুরী দিয়েছে মাত্র ৮ লক্ষ। রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনের একথা বলেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাখু দাস।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রোজগার দাও, ন্যায় দাও অ্যাপের সূচনা করা হয়। এইদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাখু দাস, যুব কংগ্রেস নেতা পার্থ প্রতিম দত্ত সহ অন্যান্যরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাখু দাস, অভিযোগ করেন ২০১৪ সালে বছরে ২ কোটি চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা১৩১ ◻ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ইং ◻ ৬ফাল্গুন ◻ সোমবার ◻ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্রের সূচকে উন্নতি

বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত বর্ষ। দেশের প্রত্যেক জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করিতেছেন। অবশ্য গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করা নিয়া বিতর্কের অন্ত নাই। সমালোচকরা বরাবরই দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলিয়াছেন। অবশ্য এইসব অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করা যাইবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে।

গণতন্ত্রের বেহাল দশা নিয়া বরাবর সরব বিরোধীরা। এমনকী বুদ্ধিজীবী তথা গণতন্ত্রপ্রেমীরাও মোদি জমানাকে বারবার স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিতে ছাড়েননি। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থার সমীক্ষা বলিতেছে, দেশে গণতন্ত্রের দশা ততটাও বেহাল নয়। অন্তত গত বছরের তুলনায় খানিকটা হইলেও উন্নতি হইয়াছে ভারতের।লন্ডনের ‘ইকনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট’ সম্প্রতি ১৬৫টি দেশ এবং দুটি স্বশাসিত অঞ্চলে গণতন্ত্র নিয়া একটি সমীক্ষা চালাইয়াছে। সেই সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে সার্বিকভাবে গোটা বিশ্বেই গণতন্ত্রের সূচকের অবনতি হইতেছে। ২০২২ থেকে ২০২৩-এ বিশ্বে ‘গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের’ সংখ্যা বাড়িলেও গণতন্ত্র সূচকের গড়ে পতন হইয়াছে। ২০২২-এ গড় ছিল ৫.২৯, ২০২৩-এ সেটি কমিয়া ৫.২৩। একমাত্র পশ্চিম ইউরোপ ছাড়া গোটা বিশ্বেই গণতন্ত্রের মানের অবনতি হইয়াছে।সমীক্ষায় বিভিন্ন দেশকে ‘পূর্ণ গণতন্ত্র’, ‘ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র’, ‘মিশ্র শাসন ব্যবস্থা’, স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা’র মতো বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হইয়াছে। ভারত ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্রের তকমা পাইয়াছে। তবে সার্বিকভাবে ভারতের সূচকে উন্নতি হইয়াছে। ভারতের প্রাপ্ত নম্বর ৭.১৮, তালিকায় স্থান ৪১। অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা ভারতের গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন করিয়াছে।

তবে ভারতের উন্নতি হইলেও গণতন্ত্রের সূচকে অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছে প্রতিবেশী পাকিস্তান। এই মুহূর্তে গণতন্ত্রের সূচকে পাকিস্তান ১১৮ নম্বরে। তাহাদের প্রাপ্ত নম্বর ৩.২৫। যাহা গতবারের থেকে .৮৮ পয়েন্ট কম। এই তালিকায় পাকিস্তানকে মিশ্র শাসন ব্যবস্থা থেকে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় অবনিত করা হইয়াছে। অন্যদিকে স্বৈরাচারী চিনের শাসনব্যবস্থার আরও অবনতি হইয়াছে। ২.১২ পয়েন্ট নিয়া তালিকায় ১৪৮ নম্বরে জিনপিংয়ের দেশ। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন সরকার বদল না হওয়ায় বাংলাদেশের গনতন্ত্র নিয়া উদ্বেগপ্রকাশ করা

হইয়াছে ওই রিপোর্টে। এই তালিকার শীর্ষে রহিয়াছে নরওয়ে, দু নম্বরে নিউজিল্যান্ড। ভারতের অবস্থান নিয়া সমীক্ষায় যে রিপোর্ট উত্তাপিত হইয়াছে দেশের অর্থনৈতিকবিদরা তাহাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারত আরো সামনের সারিতে আসবে বলিয়ায় তাহারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করিবার জন্য যেসব প্রয়াস নেওয়া হইয়াছে সেইসব প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়াই ইহার সুফল মিলিবে।

জোড়া খুনের অভিযোগ ইংরেজবাজারে, প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

মালদা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মালদার ইংরেজবাজারে জোড়া খুনের প্রতিবাদে শনিবার সকাল থেকে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন ক্ষিপ্ত জনতা।

শুক্রবার রাতে ইংরেজবাজারের কুলিপাড়া এলাকায় চন্দু পাসোয়ান নামে এক যুবক (২১) ছুরিকাহত হন। অভিযোগ, রাতে মদ্যপ অবস্থায় চন্দুর বড় দাদা বিকাশ বাড়ি ফেরেন। সেই সময় অপর দাদা পাপনের সঙ্গে বিকাশের বিবাদ বাধে। বিবাদ থামাতে গিয়ে ছুরিকাহত হন চন্দু। রাতেই তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, শনিবার সকালে ইংরেজবাজারের কাটাগর এলাকায় এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়দের অনুমান গলা কেটে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম সুর রহমান। বাড়ি কালিয়াচকের সুজাপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুর সাহেব ইংরেজবাজারের পাতালচণ্ডী এলাকায় পুকুর পাহারা দেওয়ার কাজ করতেন। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। এদিকে ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এলাকাবাসী। প্রতিবাদে কাটাগড় এলাকায় অবরোধ করা হয়। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। দুটি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সন্দেশখালিতে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের ছয় সদস্যের দল

উত্তর ২৪ পরগণা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সন্দেশখালিতে পৌঁছল পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশন। ছ’জন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শনিবার সকালে সন্দেশখালিতে গিয়েছে। ঘুরে ঘুরে গ্রামগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে তারা।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি পুলিশের বিরুদ্ধে একটি শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে । সেই ঘটনার তদন্ত ও পরিস্থিতি যাচাই করতে পুলিশি নিরাপত্তায় সন্দেশখালির বিভিন্ন গ্রামে যান কমিশনের চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বাধীন ৬ সদস্যের প্রতিনিধিরা।

এর পাশাপাশি, সন্দেশখালিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির কী অবস্থা, পরীক্ষার্থীদের জন্য সবরকম পরিষেবা সেখানে রয়েছে কিনা, তা সরজমিনে খতিয়ে দেখবেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা।

উল্লেখ্য, ১৪৪ ধারা জারি থাকায় গতকাল বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটিকে সন্দেশখালির অশান্ত এলাকায় ঢুকতে দেয়নি পুলিশ ।

আট বছরের শিশুর রহস্যমৃত্যু, কোন্নগরে চাঞ্চল্য

হুগলি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জোরে জোরে চলছে টিভি। মেঝেতে পড়ে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। রক্তারক্তি কাণ্ড। গোটা শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। বাড়িতে ঢুকে কেউ তাকে কুপিয়ে খুন করেছে বলেই অনুমান। হুগলির কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আদর্শনগর ইংলিশ রোডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা ঘটনার তদন্তে নেমেছে। পরিবারের অভিযোগ, শিশুটিকে কেউ খুন করে পালিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম শ্রেয়াংশু শর্মা। আট বছরের ওই শিশুর মাথার পিছনে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পরিবারের সদস্যেরা জানাচ্ছেন, সন্ধ্যায় বাড়িতেই একটি ঘরে বসে টিভি দেখছিল সে। শ্রেয়াংশুর খুড়তুতো এক দিদি ঘরে ঢুকে দেখতে পান যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে শিশুটি। তাঁর চিৎকার চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকেরা শ্রেয়াংশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। এ নিয়ে কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আচ্ছালাল যাদব বলেন, “খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কেউ খুন করে পালিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত করছে। সত্যিটা সামনে আসুক।”

নারী মমতাময়ী

প্রথমরঞ্জন ভট্টাচার্য

ছোটবেলার কথা। খুব বকুনী খেয়েছিলাম মা’র কাছে। এখন বুঝি খুব সঙ্গত কারণেই। কিন্তু সেই বয়সে, মার প্রতি রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে না খেয়ে চলে গিয়েছিলেন স্কুলে। মা মর্মবেদনা নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় অপেক্ষা করেছিল। কলেজ থেকে ফেরা মাত্র দিদিকে পাঠিয়েছিল স্কুল থেকে ছুটি করিয়ে আমাকে নিয়ে আসার জন্য। বাড়ি ফিরলে স্নেহ দিয়ে ভালবাসা মাতা অশ্রুজলে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিল মা ও দিদি। ‘সে আজিকে হল কতকাল। তবু মনে হয়, যেন সেদিন সকাল।’ ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে নারীর স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালোবাসার অজস্র কাহিনি। যুগে যুগে দেখা দিয়েছে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হাতে স্নেহকারী সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল, কর্তব্য ও ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা ধাত্রী পান্না, করুণাময়ী রাণী রাসমনি, জগজ্জননী মা সারদা, আমাদের অত্যন্ত কাছের লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা, সেবিকা ও জননী মাদার টেরিজা, দেশবনঝুজায়া মমতাময়ী মাতা বাসন্তী দেবী এবং আরও অনেকে।

বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে নারীর এই সদগুণের অজস্র নমুনা। বড়দিদি’র মাধবী, বিন্দুর ছেলে’র বিন্দুবাসিনী, রামের সুমতি’র নারায়ণী, মেজদিদি’র হেমাঙ্গিনী, ‘স্ত্রীর পত্র’র মৃণাল, অনধিকার প্রবেশের জয়কালী মেঘ ও রৌদ্রে’র গিরিবালা, পোস্টমাস্টারের রতন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নদী ও নারী গেল্পে নীলিমা, প্রবোধ কুমার সান্যালের মহাপ্রস্থানের পথে’র রাণী প্রভৃতি চরিত্রগুলো রমনীর রম্যগুণে ভাস্বর হয়ে আছে। তেমনি বিদেশি সাহিত্যে ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার রচনায় নিলোভনা জেন অস্ট্রিনের প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস’এ এলিজাবেথ বেনেট’ বা ‘লিজা’ বা ‘লিজ্জি’, লিও তলস্টায়ের ‘অ্যানা ক্যারেনিনা’র অ্যানা ক্যারেনিনা’ মার্গারেট মিচেলের গন উইথ দ্য উইন্ড রচনায় স্কারলেট ও হারা ক্রিস্টাল লি সাটনের রচনা ‘নরমা রী’ তে নরমা রী, পিএল ট্রাভার্সের অনবদ্য রচনা মেরী পপিন্সের মেরী পিপিন্স তাছাড়া এডিথ নেসাবিট এর লেখা দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন এর রবাট (ববি) ওয়াটারবারী প্রভৃতি চরিত্রগুলো নারীর রমণীয় গুড়ে অমর হয়ে আছে।

তবুও নারীর এই সদগুণ সর্বজনীন, অপার্থিব চিরস্থায়ী স্বর্গীয় কোন বৈশিষ্ট্য। নারীর অনেক স্বার্থপর ক্রুর, নিষ্ঠুর নীচ পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবুও পুরুষের তুলনায় নারী বেশীমাত্রায় সামাজিক সদগুণের (প্রোসোশ্যাল বিবেভিয়ারস) অধিকারিণী। আবার অনেক ক্ষেত্রে নারী সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। বরও দেন, আবস্যক হল খাঁড়াও ধরেন।

জীবজগতে স্ত্রী ও পুরুষে প্রভেদ- প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রীদের চাইতে পুরুষ সুন্দর, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। মানুষের মধ্যে নারী সুন্দর। সিংহের কেশর, ময়ূরের পেখম, মোরগোর ঝুঁটি এবং রঙিন লম্বা পালকের পুচ্ছ, হরিণের শিং, পায়রার ঝুঁটি, পুরুষ পাখির মাথায় রঙের কারুকার্য এবং লম্বা লেজ, অনেক পুরুষ মাছের পাখনার বিচিত্র আকৃতি এবং রঙের বাহার শরীরে রক্ষের কারুকার্য, পুরুষ পাখির কণ্ঠের গান প্রভৃতি প্রাণীজগতে পুরুষকে করেছে সুন্দর, নিজেকে মনোমোহন করে সঙ্গিণীকে আকৃষ্ট করার জন্য। অনেক পুলে রঙের বাহার, পতঙ্গকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং তাতে আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গের মধুপান এবং ফলস্বরূপ ফুলের পরাগ মিল। কিন্তু কেন? কেন ময়ূরের সুন্দর পেথম? ডারউইনের যৌণ নির্বাচন (সেন্সুয়াল সিলেকশন) মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতির এই অমিতব্যায়ীতা অর্থাৎ ময়ূরে সুদৃশ্য, রঙিন, লম্বা পেখম প্রভৃতি যৌণ মিলন ক্রীড়া (মেটিং গেম)’র পক্ষে সহায়ক। ময়ূরী সঙ্গী নির্বাচনের সময় পেখমের আকার, আকৃতি রঙ প্রভৃতিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়। বিবর্তনের দিক থেকে এর যুক্তি বোঝ যায় কারণ দীর্ঘ এবং সুন্দর পেথম মানে শারীরিক সুস্থতা এবং ফলস্বরূপ সুস্থ, সবল সন্তানসন্ততি। সুতরাং প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যিগুলো সঙ্গিনী আকর্ষণের ক্ষেত্রে সহায়ক। এখন প্রশ্ন, কেন প্রকৃতির এই বিলাসিতা এবং কিভাবে পুরুষ প্রাণীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যিগুলো রূপ পেল দীর্ঘদিন বিজ্ঞানীরা ধন্দে ছিলেন। উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাডিসন ক্যাম্পাসের বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খোঁজার জন্য পুরুষ ফ্লুট ফ্লাই এর বংশানুগত কৌশল (জেনেটিক সূইচ) বা তার সৌন্দর্যবিধায়ক বৈশিষ্ট্যের মূলে তাই নিয়ে গবেষণা করেন। পুরুষ প্রাণীর এই বৈশিষ্ট্যিগুলো যা তার মূল বা মুখ্য জননেন্দ্রিয়ের কোন অংশ বা অঙ্গ নয়, এদের বলা হয় গৌন যৌণ বৈশিষ্ট্য (সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স)। পুরুষ এবং মহিলার এই বৈশষ্ট্য সম্পর্কিত বংশানুগুলো একই। তাহলে বৈশিষ্ট্যের এই পার্থক্য কেন? দেখা গিয়েছে একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিনের বংশানুগত অবদমনের (জেনেটিক রিপ্রেশন) ফলে পুরুষের ক্ষেত্রে তার পেটের পিছনের দিকে রক্ষের বাহারের সৃষ্টি হয় কিন্তু স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন অবদমন না হওয়ায় এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না।

বৈশিষ্ট্যের এই উপকরণগুলো (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বংশানু)-তো ছিলই। তফাৎ শুধু, তারা অবদমিত হয়ে ছিল বা রাখা হয়েছিল এবং সেটা হয়েছিল স্ত্রী-প্রাণীদের পছন্দের প্রয়োজনে। এবং প্রাণীদের এই বৈশিষ্ট্যিগুলো ধীরে ধীরে লোপ পাবে। যেমন, অনেক প্রাণীর অনেক বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার অনেক উপায় ও চেষ্টা। নারীরা শুধু পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য সাজগোজ করে না। পুরুষও নারীর চাহিদা,পছন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী সাজে, গায়ে গন্ধ মাখে। টিভিতে পুরুষদের ডিওডরান্টের বিজ্ঞাপন দেখলেই বোঝা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে মহিলারা কিভাবে আকৃষ্ট হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রোনাল্ড ফিশার প্রথম প্রস্তাব করেন বংশানুগত যৌণ নির্বাচন কর্মপ্রণালী (জেনেটিক সেক্সুয়াল সিলেকশন মেকানিজম) পুরুষ প্রাণীর আতিশয্যময় শারীরিক অংলকরণের উদ্ভবের মূল্যে যা বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যারা যৌণক্রিয়ার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। এই বৈশিষ্ট্যিগুলো স্ত্রী প্রাণীর পছন্দ ও আকর্ষণ, এবং অনেকের মধ্যে থেকে সেই অলংকত পুরুষটিকে সঙ্গী হিসাবে বেছে নেওয়ার পক্ষে সহায়ক (ফিশারিয়ান রানঅ্যাওয়ে) বিবর্তনবাদের দিক থেকে এই অলংকরণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের (ন্যাচারাল সিলেকশন) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং বিসদৃশ এবং বেমানান (ইনকম্প্যাটিবল), ফিশারে তত্ত্ব অনুযায়ী পুরুশ প্রাণীর অলংকরণ একটি ইতিবাচক পুনর্নিবেস (পজিটিভ ফিডব্যাক, রানঅ্যাওয়ে) প্রক্রিয়ার ফল যা চালিত করে স্ত্রী-প্রাণীর অন্তর্যৌণ (ইনটারসেক্সুয়াল) পছন্দ যার ফলে সেইসব পুরুষকে সঙ্গী হিসাবে বেছে নেওয়া হয় যাদের এই অলংকরণ আছে। স্ত্রী প্রাণীর এই যৌণ বাচাই এবং পুরুষ -প্রাণীর এই অলংকরণ উভয়েই বংশানুগত ভাবে পরিবর্তনযোগ্য (জেনেটিক্যালি ভেরিয়েবল) এবং উত্তরাধির সূত্রে প্রাপ্য (হেরিটেবল)। মানুষের মধ্যে নারীর সৌন্দর্য্যও পুরুষের সঙ্গিনী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেয় এবং পুরুষরে যৌণ নির্বাচনের (সেক্সুয়াল সিলেকশন) ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং সহায়ক) প্রাণীর ক্ষেত্রে পুরুষের এবং মানুষের ক্ষেত্রে নারীর এই বৈশিষ্ট্যিগুলো বংশানুগন (জেনেটিক)।

সৌন্দর্যের মূলে বিপরীত লিঙ্গের পছন্দ এবং চাহিদা , এবং এর উদ্দেশ্য ও সার্থকতা মনোমত সঙ্গী বত্রা সঙ্গিনী খুঁজে নেওয়া এবং পাওয়া। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন যেখানে বেঁচে থাকার সংগ্রাম (স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স) যৌণ নির্বাচন সেখানে সঙ্গী বা সঙ্গিনী পাওয়ার সংগ্রাম (স্ট্রাগল ফর মেট)।

কোন একটি প্রজাতির মধ্যে পুরুষ ও নারী দেখতে ভিন্ন রকমে হওয়ার ঘটনাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় যৌণ দ্বিরূপতা (সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম) যে সব প্রজাতির পুরুষরা স্ত্রীদের চাইতে অনেক বেশি বর্ণময় এবং বৈচিত্রময় সেখানে এর একমাত্র কারণ স্ত্রী প্রাণীরা সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে বেশীমাত্রায় খুঁতখুঁতে। তাঁরা সাধারণত বর্মময় এবং সবচেযে জমকালো পুরুষকে সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে বেশীমাত্রায় খুঁতখুঁতে। তাঁরা সাধারণত বর্ণময় এবং সবচেয়ে জমকালো পুরষকে সঙ্গী বিসাবে বেছে নেয়। ফলে প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যে বেশিমাত্রায় সংক্রমিত হয়। ফলস্বরূপ উজ্জ্বল এবং বর্ণময় পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি। অপরদিকে স্ত্রী প্রাণীরা বর্ণে ও উজ্জ্বলতায় মৃয়মান হওয়াটাই বোধহয় বাঞ্ছনীয় কারণ তার ফলে তারা শিকারির নজর এড়িয়ে নিজেদের বাঁচাতে পারে। সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীদের দেখতে ভিন্ন হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে কারণগুলো স্পষ্ট নয় এবং সর্বাংশে জ্ঞাতও নয়। তবে একথা ঠিক যে পুরুষের চাইতে নারীর ক্ষেত্রে বাহ্যরূপ অর্থাৎ দেখতে সুন্দর হওয়ার ব্যাপারে একটা চাপ এবং চাহিদা রয়েছে। যদিও কারণটা যথেষ্ট পরিমাণে সামাজিক এবং সেই অর্থে বংশানুগত বিবর্তন (জেনেটিক এভেলিউশন) হিসাবে ততটা নয়। সত্যি কথা বলতে, মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে এই পার্থক্যের সঠিক যুক্তি নির্ভর কারণ আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়।

নারী ও পুরুষ প্রবেদ ঃ-

প্রভূত গবেষণা, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে নারীরা সাধারণ ক্রিয়াকর্ম সংক্রান্ত পার্থক্য এবং গুণগত পার্থক্য বোঝায় কিন্তু আকৃতিগত বা পরিমাণ সংক্রান্ত কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। ক্রোমোজোমের পার্থক্য, হরমোনের পার্থক্য অবশ্যই আছে। পুরুষের মস্তিষ্কে টেস্টোস্টেরোন হরমোনের প্রবাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অণ্ডকোষ বা ডিম্বাশয়ের ক্রিয়াকর্মের পার্থক্যের মূলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি গ্লান্ডের পার্থক্য। মস্তিষ্কের এই কেন্দ্রগুলো আকৃতিগত ভাবে এক। তাঁদের দ্বারা নিঃসারিত হরমোনও এক, তফাৎ শুধু নিঃসরণের ধরনের অর্থাৎ মহিলাদের ক্ষেত্রে তালে তালে (পালসেটাইল) নিঃসরণ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে এই নিঃসরন প্রায় অবিরাম (অলমোস্ট কন্সট্যান্ট) যার ফলে অণ্ডকোষ এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে মূলগত তফাৎ নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রে আকৃতি এক কিন্তু ক্রিয়াকর্মে তফাৎ। পরিপাক প্রণালীর (গ্যাসস্ট্রোইনটেশটিন্যাল সিস্টেম) (প্যাসেজ টাইম) পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি যার প্রভাব পড়ে খাদ্য পরিপাকে এবং ওষুধের শোষণ ক্রিয়ায় (অ্যাবজরপশন টাইম)।

সুতরাং নারী ও পুরুষের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁদের ক্রিযাকর্মঘটিত পৃথক মস্তিষ্ক (ফাংকশন্যালি ডিপারেন্ট ব্রেন)-র দ্বারা সেক্ষেত্রে হয়তো ‘পুরুষ মস্তিষ্ক’ এবং “স্ত্রী মস্তিষ্ক” স্বীকার করে নেওয়া যায়। পুরুষ ও নারীর সাদারণ মাসাজিক ও ব্যক্তিগত আচার আচরণ ব্যবহাকগত পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে পুরুষদের থেকে নারীরা বেশি উদারমনোভাবাপন্ন। পুরুষ ও নারীর মস্তিষ্ক এই সামাজিক

নারী ও পুরুষের সমানাধিকারকে সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা করেও বলা যায়, নারী ও পুরুষের মধ্যে আকৃতিগত প্রকৃতিগত,জৈব-প্রবণতা সংক্রান্ত (বায়োলজিক্যাল), প্রাণরাসায়নিক (বায়োকেমিক্যাল, বিশেষ করে হরমোন সংক্রান্ত) বেশ কিছু পার্থক্য আছে এবং সেগুলো মেনে নিয়েও উভয়ের স্বার্থ, উভয়ের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর সম্পর্ক এবং নারী ও পুরুষের সামাজিক ও পারিবারিক স্বার্থ সুষ্ঠ ভাবে বজায় রাখা সম্ভব এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়।

সামাজিক গুণে যেমন, উদারমনা, বৈষম্যতাবিরোধী, স্নেহশীলা প্রভৃতি গুণে পুরুষদের চাইতে অধিকমাত্রায় সমৃদ্ধ। অন্ততপক্ষে এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল, যশ, সুখ্যাতি প্রভৃতির গোপন অভিলাষ যদি না থাকে। অবশ্য এইসব বৈসিষ্ঠের অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষা (শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নয়), সামাজিক পরিকাঠমো এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশর উপর। এখন প্রশ্ন, স্নায়ুজীববিদ্যা (নিউরোবায়োলজি) -র কোন স্তরে, কিভাবে এবং কেন এই সামাজিক গুণগুলোর প্রকাশভেদ দেখা যায় নারী ও পুরুষের মধ্যে মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর কোন পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে?

নারী ও পুরুষের সমানাধিকারকে সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা করেও বলা যায়, নারী ও পুরুষের মধ্যে আকৃতিগত, প্রকৃতিগত, জৈব প্রবণতা সংক্রান্ত (বায়োলজিক্যাল), প্রাণরাসায়নিক (বায়াকেমিক্যাল, বিশেষ করে হরমোন সংক্রান্ত) বেশ কিছু পার্থক্য আছে এবং সেগুলো মেনে নিয়েও উভয়ের স্বার্থ, উভয়ের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর সম্পর্ক এবং নারী ও পুরুষের সামাজিক ও পারিবারিক স্বার্থ সুষ্ঠ ভাবে বজায় রাখা সম্ভব এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়। নারী পুরুষের জননেন্দ্রিয়াদির মধ্যে পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট মস্তিষ্কের মধ্যে তেমন কোন আকৃতিগত পার্থক্য (মরফোলজিক্যাল ডিফারেন্স) স্পষ্ট নয় কিন্তু ও ব্যক্তিগত সদাচারগুলোকে এবং স্বার্থপরতাকে ভিন্ন প্রণালীর মাধ্যমে কার্যকরী করে। নারীর ক্ষেত্রে সদাচারগুলো মূল্য পায় বেশি পক্ষান্তরে পুরুষের ক্ষেত্রে স্বার্থপর আচারণ বেশিমাত্রায় পুরস্কৃত হয়। আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি অংশ স্ট্রাইয়াটাম আমাদের ব্যবহারকে পুরস্কৃত করার সাথে যুক্ত এবং আমরা যখন কো নসিদ্ধান্ত নেই তখন মস্তিষ্কের এই অংশটি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে মহিলাদের ক্ষেত্রে স্ট্রাইয়াটাম অংশটি ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে সদগুণ সম্পন্ন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, যখন স্বার্থপরতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার তুলনায়। অপরদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে স্বার্থপর ব্যবহারকে অধিক মূল্য দেওয়া হয়।

আবার দেখা গিয়েছে কোন ওষুধের যদি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয় তাহলে মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বার্থপর মনোবাব প্রাধান্য পায় এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে সদগুণের আধিক্য দেখা যায়। সুতরাং পুরুষও মহিলাদের মস্তিষ্কের স্তরে (বায়োলজিক্যাল লেভেল) নারী ও পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্য দেখা যায় কিন্তু এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে এই গুণ নারীর সহজাত এবং এর উদ্ভবের মূল্যে বিবর্তন। আমাদের মস্তিষ্কে ‘পুরস্কৃত হওয়া এবং শিক্ষণ প্রণালী (রিওয়ার্ড অ্যান্ড লার্নিং সিস্টেম) সহযোগী হয়ে কাজ করে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে মেয়েরা সামাজিক সদাচারের জন্য প্রশংসা ওপুরস্কার পায় ফলে তাঁদের মধ্যে স্বার্থপর না হয়ে অন্যকে সহায়তা করলে পুরস্কৃত হওয়া যায় এই ধারণা বা প্রবণতা মনে গেঁথে যায়। মহিলা ও পুরুষের ব্যবহারের যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সেটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের উপরেও নির্ভর করে। এবং মহিলা ও পুরুষের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আশা, আকাঙ্খা ও প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে এই সামাজিক ব্যবহার।

ডোপমিন এবং আমাদের আচার, আচরণ ও ব্যবহার ঃ- আমাদের ব্যবহার, আচার, আচরণ সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের দ্বারা। এবং এই কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় স্নায়ুসংবাদ পরিবাহী (নিউরেট্রান্সমিটার) কতকগুলো রাসায়নিক বার্তাবাহক যৌগের (কেমিক্যাল মেসেঞ্জার) দ্বারা যেমন, ডোপামিন, সেরোটোনিন প্রভৃতি। স্নায়বিক পর্যায়ে মানুষের সামার্জিক সদগুণগুলো ভীষণভাবে প্রভাবিত হয় মস্তিষ্কে ডোপামিনের ক্ষরণ এবং মাত্রার দ্বারা।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে ডোপামিন কার্য কারণ সম্পর্কিতভাবে মানুষের সামাজিক আচরণের সাথে যুক্ত। পরীক্ষামূলকভাবে ডোপামিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে দেখা গিয়েছে তার ফলে সর্বসমতাবাদী অভিপ্রায় (ইগালিটারিয়ান মোটিভস) মানুষের ব্যবহারে অগ্রাধিকার পায়। যন্ত্রগণকের সাহায্যে রচিত মডেলের (কম্প্যুটেশন্যাল মডেলিং) দ্বারা দেখা গিয়েছে বৈষমাবিরোধী মনোভাবকে ডোপামিনের মাত্রা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে ডোপামিন মানুষের সামাজিক আচার- আচরণের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। লিঙ্গভেদেজ ডোপামিনজাত সামাজিক আচরণে পক্ষপাতিত্বঃ- নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ডোপামিনের মাত্রা ও পরিমাণের পার্থক্য এবং ডোপামিনের গ্রাহকের (ডোপামিন রিপ্টোর) ঘনত্বের (পরিমানের) একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর উপর ভিত্তি করে এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে ডোপামিনের প্রভাব লক্ষ করে লিঙ্গভেদে সামাজিক আচরণের পক্ষপাতিত্বের উপর নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ডোপামিন নির্ভর একটি পরীক্ষা করা হয়।

ডোপামিনের মাত্র বৃদ্ধি করলে নারী বেশি মাত্রায় স্বার্থপরতার চাইতে সদাচারমুখী হবে এবং যেহেতু পুরুষের স্বার্থপরতার প্রবণতা বেশি ডোপামিনের মাত্র বৃদ্ধি করলে পুরুষ বেশি মাত্রায় স্বার্থপর হবে। দেখা গিয়েছে নারীরা দান এবং সেবামূলক কাজ করার সময় তাঁদের স্ট্রাইয়াটামের (মস্তিষ্কের যে অংশটি ডোপামিনের দ্বারা ভীষণভাবে উদ্দীপিত হয়) সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এবং নারীদের ক্ষেত্রে ডোপামিনের মাত্র কমিয়ে দিলে সআবর্থপরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং স্ট্রাইয়াটামের সক্রিয়তাও হ্রাস পায়।

অপরদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে ডোপামিনের মাত্রা কমিয়ে দিলে পুরুষের মধ্যে স্বার্থপরতার চাইতে সদাচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং স্ট্রাইয়াটামের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অবার স্বাভাবিক অবস্থায় ডোপমিন প্রতিরোধী এমসিইলপ্রাইড ব্যবহার করে মস্তিষ্কে ডোপমিনের মাত্রা পরীক্ষামূলকভাবে কমিয়ে দিয়ে নারীপুরুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে ডোপমিনের মাত্রা কমিয়ে যে ফল পাওয়া যায় সেই রকমই ফল পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং লিঙ্গভেদের ফলে সদাচারণের প্রবণতা প্রকাশভেদ হয়। এবং নারীরা পুরুষের চাইতে বেশি মাত্রায় সদাচার প্রবণ এবং তার জন্য তাঁদের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্ম এবং ডোপামিনের মাত্রার প্রভাব কাজ করে।

বংশানুগত এবং পরিবেশগত প্রভাব ঃ- মানুষ ‘সামাজিক জীব’। প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রকৃতির নিদারুণ প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। একে অপরকে সহযোগিতা করতে শেখে। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রভাবে মানুষের মস্তিষ্কের উন্নতি এবং বুদ্ধির বিকাশ হয়। একক জীবনের চাইতে গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবনে সবার সাথে মানিয়ে নিয়ে চলার জন্য অনেক বেশি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই জটিলতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য বেশিমাত্রায় বুদ্ধির প্রয়োজন। সামাজিক জীবন মানুষের বুদ্ধির উৎকৃষ্টতার প্রদান কারণ না হলেও একটি মুখ্য কারণ। জীবজগতে মানুষ সবচেয়ে বৃদ্ধির স্বরূপ হিসাবে ও সামাজিক জীবনের দায়বদ্ধতা হিসাবে মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক সদগুণ ও সদাচার এবং বিশ্বাসযোগ্যতা ভীষণভাবে দানা বাঁধে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে আরও সার্থক করে তোলার জন্য। তাই ব্যক্তিগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ স্বাভাবিকভাবে সামাজিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ। আবার মানুষের মধ্যে অসামাজিক ব্যবহারেরক পরিচয়ও পাওয়া যায়।

যমজ সন্তান, পোষ্য সন্তানদের মধ্যে স্নায়বার হরমোন সংক্রান্ত (নিউরোহরমোনাল) এবং আরও অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে সামাজিক সদগুণ এবং অসদগুণগুলো বংশানুগত পার্থক্যের উপর বহুলাংশে এবং পরিবেশের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল। সামাজিক সদগুণগুলো অধিকাংশই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। যে সমস্ত পিতামাতার মধ্যে সামাজিক সদাচার ও সদগুণগুলোর আধিক্য লক্ষ্য করা যায় তাদের সন্তানসন্ততিদের মধ্যেও এইসব সদগুণগুলোর উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যায়। যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রে শৈশবে সামাজিক সদগুণগুলোর উপস্থিতি সমানভাবে লক্ষ্য করা গেলেও বায়োবৃদ্ধির সাথে ভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে এই সদগুণগুলোর মধ্যে প্রকাশের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সুতারং সামাজিক সদাচারও সদগুণগুলো শুধু যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং বংশানুগত তাই নয়, পরিবেশের উপরও অনেকাংশ নির্ভরশীল।

ঘরের শিক্ষাও এক্ষেত্রে অনেক কাজ করে। শৈশবে পিতামাতা যদি সন্তানকে খাবার জিনিস, খেলনা সামগ্রী প্রভৃতি অন্য শিশুদের সাথে ভাগ্যভাগি করে খেতে এবং খেলতে শেখান তাহলে শিশুসন্তানদের মধ্যে এই সদগুণগুলো বিকাশ লাভে সমর্থ হবে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গুণগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই গুণগুলো পরিবর্তনশীল এবং এই সদগুণগুলোর চর্চা করলে এরা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিকাশ লাভ করতে থাকে। অন্যথায় বংশানুগত কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে এইসব গগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও চর্চার অভাবে এবং পরিবেশের প্রভাবে এই গুণগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দেখা গিয়েছে শিক্ষকদের যদি প্রশিক্ষিত করা যায় ছাত্রদের মধ্যে সদাচার প্রবৃত্তিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, সেক্ষেত্র সুফল পাওয়া যায়। এমনকি টিভি প্রোগ্রামের সাহায্যে যদি এই সদাচারণের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রচার করা যায় তাহলেও সুফল মেলে।

শিশুদের মধ্যে এই সদগুণগুলো বৃদ্ধি পায় যদি পিতামাতারা তাদের সন্তানদের ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং তাগিদের প্রতি সহানুবূতিশীল এবং সংবেদনশীল হয়। অপরাদিকে রূঢ়, কঠোর কর্তৃত্বপূর্ণ এবং সামান্য ব্যাপারে শাস্তি দিতে আগ্রহ পিতামাতার সন্তানের মধ্যে সাধারণত এইসব গুণের কমতি দেখা যায়। সামাজিক আচরণেণ ক্ষেত্রে হরমোনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। আবার সামাজিক ব্যবহার বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে যেমন পারিবারিক বা বংশগত সম্পর্ক থাকলে, ভবিষ্যতে পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ দেওয়ানেওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা কোন স্বার্থ থাকলে অথবা নিজের সুনাম, যশ প্রভৃতির কথা ভেবে মানুষ সাধারণত সদাচারে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিবার ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটারের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজন করা হয়।

কর খেলাপি ৫০টি সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি গুয়াহাটি পুরনিগমের

গুয়াহাটি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কর খেলাপি ৫০টি সম্পত্তির স্বত্বাধাকারীদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করেছেন গুয়াহাটি পুরনিগম (জিএমসি) কর্তৃপক্ষ। বকেয়া আদায়ে ব্যর্থ হলে গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট-১৯৭১-এর ধারা ১৮৯ (১) এবং ১৮৯ (২)-এর অধীনে ওই সব সম্পত্তি ক্রুক করবে জিএমসি।

গুয়াহাটি পুরনিগমের কমিশনার একটি প্রেসবার্তায় এ খবর জানিয়ে বলেছেন, শহরে সম্পত্তি কর সংগ্রহ এবং ট্রেড লাইসেন্স প্রবিধান কার্যকর করতে জোরদার অভিযান চালিয়েছে জিএমসি। সম্পত্তি কর খেলাপিদের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে আজ ১৮ ফেব্রুয়ারি ৫০টিরও বেশি সম্পত্তির মালিকের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়েছে। ওই সম্পত্তিগুলির মোট বকেয়া ২ কোটি টাকা।

কমিশনার জানান, এই পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য যারা সম্পত্তি করের বাধ্যবাধকতা অবহেলা করে।

প্রয়োজনে গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট-১৯৭১-এর ধারা ১৮৯ (১) এবং ১৮৯ (২)-এর অধীনে ওই সব সম্পত্তি ক্রুক করতে বাধ্য হবে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। প্রেস বার্তায় তিনি জানান, এই পদক্ষেপ ট্রেড লাইসেন্স প্রবিধান প্রয়োগের প্রতি পুরনিগমের সক্রিয় অবস্থানের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়েছে। জিএমসি কমিশনার জানান, চলতি মাসের ১৬ তারিখ প্রয়োজনীয় ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া পরিচালিত ব্যবসাগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছিল। অবৈধভাবে ব্যবসা করার দায়ে দুটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং একজন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে।

এগুলি ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া টু-হুইলার বিক্রির জন্য এনসি রোডে অবস্থিত এডি সার্ভিস সেন্টারকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

একইভাবে লখরা রোডের এআর স্টিল ট্রেডিংকে উপযুক্ত ট্রেড লাইসেন্স না থাকার জন্য জরিমানা করা হয়েছে। উপরন্তু, জনৈক মদনলাল পারিখকে পুরনিগমের নিয়ম লঙ্ঘন করে শুধুমাত্র একটি ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে লখরা রোডে দুটি বাণিজ্য করার জন্য জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার উত্তর প্রদেশে ১৪ হাজার প্রকল্পের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

লখনউ, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ১০ লক্ষ কোটি টাকার ১৪ হাজার প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার যোগী আদিত্যনাথ সরকারের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। কারণ সোমবারই উত্তর প্রদেশকে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার সংকল্প বাস্তবায়িত হতে চলেছে। আর এই সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

নরেন্দ্র মোদী লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে গ্রাউন্ড ব্রেকিং অনুষ্ঠানের (জেবিসি ৪.০) মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে ১০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ১৪ হাজারেরও বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এর পাশাপাশি উত্তর প্রদেশ রাজ্যে প্রায় ৩৪ লক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও খুলে যাবে। প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল যোগীর সঙ্গে আয়োজিত প্রদর্শনীও পর্যবেক্ষণ করতে যাবেন। সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এইসব প্রকল্পের জন্য উত্তর প্রদেশবাসীকে শুভেচ্ছাও জানাবেন।

গত বছর, ১০ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে গ্লোবাল ইনভেস্টর সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় এক বছর পরে, ১৯-২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে গ্রাউন্ড ব্রেকিং অনুষ্ঠান ৪.০ আয়োজিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী সহ সমস্ত ভিআইপি অংশগ্রহণ করবেন। ২২ জানুয়ারী অযোধ্যায় রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর, যোগী সরকারের জন্য এটি আরেকটি বড় সুযোগ। এখন সারা বিশ্বের চোখ থাকবে উত্তর প্রদেশের দিকে।

উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্দেশনায় এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগীর নেতৃত্বে এই প্রকল্পগুলি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকার তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

২০ ফেব্রুয়ারি দু-দিনের অরুণাচল সফরে আসছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়

ইটানগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি দুদিনের অরুণাচল প্রদেশ সফরে আসছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। মূলত অরুণাচল প্রদেশের ৩৮-তম রাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসছেন তিনি। সরকারি সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি মনোরম ইন্দিরা গান্ধী পার্কে অনুষ্ঠেয় রাজ্য দিবসের অনুষ্ঠান ছাড়াও একাধিক সরকারি কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করবেন জগদীপ ধনকড়। অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি ২১ ফেব্রুয়ারি রাজভবনে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁদের অবদানের জন্য সম্মানিত করবেন তিনি।

এদিকে রাজ্য দিবস উদযাপন এবং রাজভবনে সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে।

রাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ক্যাপিটাল ইটানগরে জারি করা হয়েছে সিআরপিসির ধারা ১৪৪।

তাছাড়া ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইটানগরে অবস্থিত রাজভবনের আশপাশের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধে বিদ্যমান এলাকাও উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ১৪৪ ধারার অধীনে থাকবে।

১৪৪ ধারার বিধান অনুসারে ওই সময়ের মধ্যে শহরের নির্ধারিত এলাকায় চারজনের বেশি লোককে জড়ো হতে দেওয়া হবে না।

সৌদি প্র লিগ : আল নাসরের টানা পঞ্চম জয়ে রোনাল্ডোর গোল

রিয়াদ, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে ঘরের মাঠে শনিবার রাতে ২-১ গোলে জিতেছে আল নাসর।

আল নাসরের জয়ে রোনাল্ডো করলেন গোল। এই জয়ে আল ফাতেহকে হারিয়ে আল হিলালের সঙ্গে ব্যবধান কমাল আল নাসর। ম্যাচের ১৭ মিনিটে পর্তুগিজ মহাতারকা দলকে এগিয়ে দেন। চলতি আসরে এটি রোনাল্ডোর ২১-তম গোল। ২৯ মিনিটে সমতা ফেরান সালেম আল নাজদি। ৭২ মিনিটে ওতাভিওর গোলে ফের এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা এবং মাঠ ছাড়ে তিন পয়েন্ট নিয়ে। সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের এটি টানা পঞ্চম জয়। ২০ ম্যাচে ১৬ জয় ও ১ ড্রয়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে দুয়ে আছে তাঁরা। ১ ম্যাচ কম খেলা আল হিলাল ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে শীর্ষে।

কংগ্রেস সভাপতি খাড়গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন রবিবার দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎ-এর পর চম্পাই সোরেন সাংবাদিকদের কাছে এই দেখা করাকে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম) নেতা হেমন্ত সোরেনের পদত্যাগের পর ঝাড়খণ্ডে চম্পাই সোরেনের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে। এদিকে, জানা গিয়েছে যে কংগ্রেস বিধায়করা ঝাড়খণ্ডে নতুন সরকার গঠন নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কংগ্রেসের ক্ষুব্ধ হওয়া নিয়ে চম্পাই সোরেনকে এদিন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটা কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তিনি এব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন না।

শিলিগুড়িতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি,১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়িতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। রবিবার সকালে তাঁকে ঘুম থেকে ডাকতে গিয়ে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা।এদিকে ছাত্রের কানে হেডফোন লাগানো ছিল। মোবাইলও ছিল। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে।

মৃতের নাম বাবিন পাল।শিলিগুড়ির নেতাজি স্কুলে পড়াশোনা করতো ওই ছাত্র। বাগরাকোটের বাসিন্দা ছিল সে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও সে দুইবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু পাস করতে পারেনি। এবার ফের পরীক্ষায় বসে। একটি পরীক্ষাও দিয়েছিল।

মাঝ আকাশে বিমানে যান্ত্রিক গোলোযোগ, ভয়ানক অভিজ্ঞতা শেয়ার রশ্মিকা মান্দানার

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মাঝ আকাশে বিমানে যান্ত্রিক গোলোযোগ। টার্বুলেন্সে পড়ই সমস্যা শুরু। হঠাৎই বিমানে টেকনিক্যাল কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায়, দ্রুতার সঙ্গে তা অবতরণ করানো হয়। সেই বিমানেই ছিলেন দক্ষিণের অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দানা।তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রদ্ধা দাস শনিবার এই ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয় অভিনেত্রীর। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি শেয়ার করে নিজেই দিলেন খবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন, সবে উড়েছিলাম। এভাবেই আমরা মৃত্যুকে এড়াতে পেড়েছি আজ। ভিস্তারার বিমানে এদিন রশ্মিকাসহ আরও বহু যাত্রী ছিলেন। যেখানে যাত্রীদের ভয়ানক পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। সকলেই সাংঘাতিক টার্বুলেন্সের মুখেমুখি হয়েছেন। মুম্বই থেকে হায়দরাবাদের পথে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় বিমানকে। টানা ৩০ মিনিট অগাধ চেষ্টার পর বিমান মুম্বইয়ের মাটি স্পর্শ করে। যদিও সূত্রের খবর এই সমস্যার কারণে কেউ গুরুতর আহত হননি। সকল যাত্রী সুস্থ রয়েছেন। প্রসঙ্গত রশ্মিকাকে দেখা যায় নো ফিল্টার নেহা শোয়ে অংশ গ্রহণ করতে। সেই সূত্রেই মুম্বই গিয়েছিলেন তিনি। সম্ভাব্য সেখান থেকেই ফেরার পথে ঘটে এই ঘটনা। রশ্মিকার পোস্ট পড়া মাত্রই সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অভিনেত্রী সুস্থ আছেন দেখে স্বস্তি নিঃশ্বাস ভক্তদের।

প্রয়াত জনপ্রিয় জৈন সন্ত আচার্য বিদ্যাসাগর মহারাজ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : প্রয়াত হলেন জনপ্রিয় জৈন সন্ত আচার্য বিদ্যাসাগর মহারাজ। ছত্তীসগড়ের দোনগারগড়ের চন্দ্রাগিরি তীর্থে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। রবিবার তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপনও করেছেন প্রধানমন্ত্রী।বিদ্যাসাগর মহারাজের মৃত্যুর কথা চন্দ্রাগিরি তীর্থের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে। এই খবরে মন খারাপ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তিনি বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে এই জৈন সন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। সেই ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডল থেকে শেয়ার করে স্মৃতিচারণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিদ্যাসাগর মহারাজের প্রয়াণ সংক্রান্ত বিবৃতিতে চন্দ্রাগিরি তীর্থের তরফে জানানো হয়েছে, "গত ৬ মাস ধরেই চন্দ্রাগিরি তীর্থে থাকছিলেন মহারাজ। গত কয়েক দিন ধরেই তাঁর শরীর ভাল ছিল না তার। শেষ তিন দিন তিনি সাল্লেখ পালন করছিলেন। খাবার, জল খাওয়া বন্ধ করেছিলেন তিনি। জৈনধর্মে আত্মার শুদ্ধির জন্য এই প্রথা পালিত হয়।"

প্রসঙ্গত, সাল্লেখ হল জৈনদের এক প্রকার রীতি। আত্মার শুদ্ধির জন্য উপবাস চলতে থাকে। উপবাসের মাধ্যমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াই সাল্লেখ। রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ মহারাজের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান শুরু হবে বলেও জানানো হয়েছে তীর্থের তরফে।

শীত বিদায়ের পথে ঘন কুয়াশার সতর্কতা, রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শীত বিদায়ের আগে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি রাজ্যের একাধিক জেলায়। রবিবার থেকে রাজ্যের আটটি জেলায় ঘন কুয়াশা পড়বে। আগামী মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি চলবে একাধিক জেলায়। সোমবার এবং মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় বৃষ্টি হবে না। শুষ্ক থাকবে সব জেলার আবহাওয়া। তবে বুধবার কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হবে। সেদিন বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার একটি বা দুটি জায়গায় বৃষ্টি হবে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি ১২টি জেলায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার দার্জিলিং এবং কালিম্পঙে বৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। তবে সোমবার উত্তরবঙ্গের মধ্যে শুধুমাত্র দার্জিলিঙে হালকা বৃষ্টি হবে। বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে তবে কোথাও সতর্কতা জারি করা হয়নি। রবিবার ও সোমবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার কয়েকটি অংশে ঘন কুয়াশার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি মানের কুয়াশা পড়বে।এদিকে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। তবে রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে আরও দিনতিনেক শীতের ভাব থাকবে বলে খবর। হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর, নদিয়া জেলায় সোমবার থেকে তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলায় কিছু কিছু অঞ্চল বিশেষ সকলের দিকে কুয়াশার প্রভাব থাকতে পারে। কোনও জেলায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সারাদিন শীতের সেরকম প্রভাব না থাকলেও রাতের দিকে হালকা ঠান্ডার কিছুটা প্রভাব থাকছে। দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য থাকছে অনেকটাই। তবে আগামী সপ্তাহ থেকেই গোটা বাংলায় আবহাওয়ার অনেকটাই পরিবর্তন হবে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই বাড়বে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়।

প্রধানমন্ত্রীর জম্মু সফরের আগে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা

জম্মু, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জম্মু সফরের আগে নিরাপত্তা বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে। সমস্তরকম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর জম্মু সফরের কথা রয়েছে। সেজন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী শ্রীনগর শহর এবং কাশ্মীর উপত্যকার অন্যান্য জায়গায় যানবাহন পরীক্ষা করা শুরু করেছে। মোদীর জম্মু সফরের কারণে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে শ্রীনগরের বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্টে বিশেষ চেকিং করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনীও নিযুক্ত করা হয়েছে।

চলে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার মাইক প্রোক্টর

ডারবান, ১৮ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): চলে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি অলরাউন্ডার মাইক প্রোক্টর। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অবসরের পর তিনি কোচ ও আন্তর্জাতিক আম্পায়ারের ভূমিকাতেও কাজ করেছেন। আম্পায়ারের ভূমিকায় ছিলেন ২০০২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত। দেশের হয়ে মাত্র ৭টি টেস্ট খেলেছিলেন প্রোক্টর। ৬টি জয়ের বিপরীতে একটি টেস্টে ড্র করে প্রোটিয়ারা। এরপর বর্ণবাদ ইস্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হলে তাঁর কেরিয়ার আর দীর্ঘায়িত হয়নি। নব্বইয়ের দশকে দক্ষিণ আফ্রিকা যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরে, তখন কোচের ভূমিকায় প্রোক্টর। প্রোক্টরের অধীনেই দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপে খেলে। সেবার সেমিফাইনাল পর্যন্ত উঠে তারা।

সিউড়িতে প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সিউড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বীরভূমের সিউড়িতে প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে ফের মুখ খুলতে দেখা গেল তাঁকে।

এদিন তিনি বলেন, সন্দেশখালিতে কেউ কেউ তিলকে তাল করছেন। কোনও মহিলা এখনও এফআইআর করেননি। আইন আইনের পথে চলুক।

বিচারের আগে অনেকে অনেক কথা বলছে। আমি পুলিশকে বলেছি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করতে।

"আমি পুলিশের টিম পাঠাব। যা অভিযোগ তাঁদের বলবেন। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টরা অ্যারেস্ট হয়েছে। কোনও অভিযোগ হয়নি। আমি সুয়োমোটো করতে বলেছি। আমি কী পারি না গদ্দারদের অ্যারেস্ট করতে! একটু ছাড় দিয়ে রেখেছি।"

শিলিগুড়িতে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

শিলিগুড়ি,১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোগোমালি নিরঞ্জন নগর পাইপ লাইন এলাকায়যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম রাম ভৌমিক (২৮)।

মৃত যুবকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো শনিবার রাতেও কাজ থেকে বাড়ি ফিরে রাতের খাবার খেয়ে ঘরে ঘুমোতে যায় যুবক। রবিবার সকালে ডাকাডাকি করলে সাড়া না মেলায় পরিবারের লোকেদের সন্দেহ হয়। এরপর ঘরের জানালা দিয়ে যুবকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তারা। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ : ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়ে ম্যান সিটির চেয়ে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে গেল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল

লিভারপুল, ১৮ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): ফেরার ম্যাচে উজ্জ্বল সালাহ। বিরতির আগে-পরে দু''দুটো সুযোগ নষ্ট করলেন। তবে চোট কাটিয়ে তিনি দ্রুতই ফিরলেন ছন্দে। গোল করলেন, সতীর্থের দিয়ে গোলও করালেন। ব্রেন্টফোর্ডকে উড়িয়ে ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে ব্যবধান বাড়াল লিভারপুল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শনিবার রাতে প্রতিপক্ষের মাঠে ৪-১ গোলে জিতেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। বিরতিতে দারউইন নুনেসের গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। আলেক্সিস মাক আলিস্তেরে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সালাহর সহযোগিতায় ব্যবধান বাড়ান। একটু পরেই সালাহ স্কোর লাইন ৩-০ করেন। তবে খেলার ধারার বিপরীতে গোল করে ম্যাচ জমিয়ে দেন আইভান টোনি। তবে শেষ দিকে গোল করে কোডি হাকপো ফলাফল করেন ৪-১। ২৫ ম্যাচে ১৭ জয় ও ছয় ড্রয়ে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে রয়েছে লিভারপুল। ২৩ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে ম্যানচেস্টার সিটি। আর ২৪ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে আছে ব্রেন্টফোর্ড।

মেদিনীপুরে মেস থেকে কলেজ ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

মেদিনীপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মেদিনীপুর শহরের মীরবাজার এলাকায় মেস থেকে কলেজ ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। এই এলাকাতেই একটি মেসে ভাড়া থাকতেন ওই ছাত্রী। মৃতার নাম অন্বেষা ভুঁইয়া। তাঁর বাড়ি সবং থানার বাসুলিয়ায়।

সূত্রের খবর, ২০২২ সালের নভেম্বর মাস থেকে এখানেই ভাড়া থাকতেন অন্বেষা। মেদিনীপুর ডে কলেজের তৃতীয় বর্ষের পড়ছিলেন। কিন্তু, আচমকা কী করে এ ঘটনা ঘটল তা বুঝতে পারছেন না কেউই। সূত্রের খবর, যে ঘরে তিনি ভাড়া থাকতেন সেখানে তাঁর দু'জন রুমমেটও ছিলেন। যদিও একদিন আগে তাঁরা বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে ওই ঘরে একাই থাকছিলেন অন্বেষা। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে অন্যরুমে থাকা মেয়েরা খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি অন্বেষার। দারজায় ধাক্কা দিয়ে দেখা যায় তা ভিতর থেকে বন্ধ বন্ধ। তাঁদের চিৎকার শুনেই ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। তাঁরা দরজা ভাঙতেই দেখা যায় সিলিং থেকে গলায় ওড়নার ফাঁসে ঝুলছে ওই ছাত্রীর দেহ। খবর পাওয়া মাত্রই ছুটে আসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তাঁরাই উদ্ধার করে নিয়ে যায় ছাত্রীর দেহ। ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। খবর পাঠানো হয়েছে ছাত্রীর সবংয়ের বাড়িতেও। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন ওই ছাত্রী।জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে মেসের অন্যান্য আবাসিকদেরও।

শেষ সময়ের গোলে ঘরের মাঠে হার এড়িয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল

ম্যানচেস্টার, ১৮ ফেব্রুয়ারি(হি.স.) : ম্যাচ শেষ হওয়ার ৭ মিনিট আগে পর্যন্ত ব্যবধান ধরে রাখল চেলসি। আশা জাগাল তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ার। কিন্তু একের পর এক আক্রমণের সুফল পেল ম্যানচেস্টার সিটি। রদ্রির গোলে হার এড়াল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। দুই দলের রোমাঞ্চকর লড়াই শেষ হল সমতায়।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে চেলসির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে সিটি। রাহিম স্টার্লিংয়ের গোলে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়েছিল তাঁরা। ৮৩ মিনিট পর হলান্ডের ছোঁয়ায় সমতা ফেরায় সিটি। গোল করেন রদ্রি দুই দলের আগের ম্যাচ শেষ হয়েছিল ৪-৪ সমতায়। এবারও ম্যাচ হল ড্র। এই ড্রয়ে ২৪ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে ৩ নম্বরে থাকল দলটি। ২৫ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে থাকল লিভারপুল। শিরোপা ভাগ্য চলে এলো ইয়ুর্গেন ক্লপের দলটির হাতে। সমান ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে ২ নম্বরে থাকা আর্সেনালও লড়াইয়ে থাকল প্রবলভাবে। আর ২৫ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে চেলসির অবস্থান দশম।

হরেকরকম

মাইক্রোওয়েভে রান্না খেয়ে হতে পারে ক্যান্সার

রান্নাঘরে আধুনিকতার ছোঁয়া হলো মাইক্রোওয়েভ। এই ওভেন না থাকলে অনেক গৃহিণীর মনই ভরে না। একদিকে বাইরে থেকে আনা খাবার গরম করা, অন্যদিকে অল্প তেলে অথবা তেল ছাড়া রান্নার জন্য অনেকেই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের দ্বারস্থ হন। কিন্তু জানেন কি, নিয়মিত মাইক্রোওয়েভে রান্না খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, আধুনিক জীবনে মাইক্রোওয়েভ অন্যতম নির্ভরতা হলেও এর ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ টানা উচিত। এই যন্ত্রে মাছ, মাংস, ডাল, যাই রান্না করা হোক না কেন, ডি-নেচারড হয়ে যায়। খাবারের কোন কোন খাদ্যগুণ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। আবার একনাগাড়ে মাইক্রোওয়েভে রান্না খাবার খেলে ক্যান্সারসহ নানা শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে।

পুষ্টিবিদদের মতে, মাইক্রোওয়েভে রান্না করাই হোক বা খাবার গরম করাই হোক- এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় রেডিয়েশন। এটি আমাদের শরীরসহ পরিবেশেরও নানা ক্ষতি করে। অনেক সময় আমরা রেস্তোরাঁর খাবার এনে মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাই। ডিপ ফ্রাই করা খাবার রেডিয়েশন দিয়ে গরম করলে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আরও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এই নিয়ে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে সুদীর্ঘ সমীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। রাশিয়ার বেশ কিছু জনগোষ্ঠী একটা সময়ে যাবতীয় রান্নাবান্না করত মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে। তখন অনেকেরই রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন কমে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা, চোখে ব্যথা, অনিদ্রা, সারাদিন ধরে ঘুম ঘুম ভাব।

এখানেই শেষ নয়, একই সঙ্গে পেটে ব্যথা, টেনশন, অ্যাংজাইটি, মনঃসংযোগের অভাব, হজমের গোলমালসহ নানা শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। একই সঙ্গে এত মানুষের অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন দেশটির শাসকদল। দ্রুত এক হাজার গবেষক শুরু করেন সমীক্ষা। তখনই ধরা পড়ে আসল সত্যিটা। তখন এই রোগের নাম দেওয়া হয় ''মাইক্রোওয়েভ সিকনেস''। এবার জেনে নিন মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি হতে পারে-

* মাইক্রোওয়েভে দুধ ফোটাবেন না। কারণ এতে দুধের মধ্যে থাকা কিছু প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি দুধে থাকা উপকারি অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তিত হয়ে বিষাক্ত রাসায়নিকে রূপ নেয়। যা ক্যান্সার ডেকে আনে।

* মাইক্রোওয়েভে চিকেন বা মাটন রান্না সহজ ও সময় কম লাগার ফলে অনেকে মাইক্রোওয়েভ কুকিং পছন্দ করেন। কিন্তু মাংসে থাকা বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড ওভেনের পাল্লায় পড়ে ডি-নাইট্রোসোডিএন্থানল অ্যামিনস নামে বিষাক্ত যৌগ উতাদন করে, যা ক্যান্সারের শঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

* ডিপ ফ্রিজে রাখা রান্না করা সবজি এই ম্যাজিক মেশিনে গরম করলে উপকারী প্ল্যান্ট অ্যালকালয়েড বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়। এটিও আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ ডেকে আনে। * বিট, গাজর, মুলার মত রুট ভেজিটেবলস মাইক্রোওয়েভে গরম করলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়, তেমনি ফ্রি র‍্যাডিক্যাল উতন্ন হয় যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

* খাবারে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মাইক্রোওয়েভের ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

* নিয়মিত মাইক্রোওয়েভের রান্না খেয়ে অ্যাপেন্ডিসাইটিস, গলস্টোন, বন্ধ্যাত্ব, ছানি এবং ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের প্রবণতা বাড়ে।

* মাইক্রো ওভেনের ফলে করোনারি আর্টারিতে (হার্টের রক্তবাহী ধমনি) চর্বির প্রলেপ পড়ার গতি বেড়ে যায় হু হু করে। ফলে হার্টের অসুখ এবং আচমকা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে।

* হজমক্ষমতা একেবারে কমে যায়, লাগাতার বদহজম চলতেই থাকে। * নিয়মিত মাইক্রোওয়েভের রান্না খেলে লসিকাগ্রন্থির কর্মক্ষমতা কমে যায়। লসিকা আমাদের শরীরকে কয়েকটি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। তাই এই যন্ত্রের ব্যবহার লসিকার কার্যক্ষমতা কমিয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। মাইক্রোওয়েভের খাবার খেলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ক্যান্সারের প্রবণতাও বাড়ে। * লাগাতার মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারে আমাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গকে ওলটপালট করে দেয়। এতে নার্ভ ও মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দেয়। আর এর প্রভাবে মানসিক স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে। স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, স্থিরতা, ধৈর্য কমতে শুরু করে। শুরু হয় ডিপ্রেশন।

স্তন ক্যানসার: অঙ্গ পুনর্গঠনে দিশা বিজ্ঞানীদের

বছর দশেক আগের কথা। বিশ্ব জুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। জিন পরীক্ষায় তাঁর শরীরে ব্রাকা-১ জিনের উপস্থিতি ধরা পড়ে। জোলির মা মাত্র ৫৬ বছর বয়সে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে মারা যান। এই দু'টি বিষয়কে মাথায় রেখে চিকিতকেরা জানিয়েছিলেন, জোলির ক্যানসার হওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী। তাই সেই মারণরোগ প্রতিরোধে ২০১৩ সালে ''প্রোফাল্যাকটিক ডাবল ম্যাসটেকটোমি'' করান জোলি। অর্থাৎ অস্ত্রোপচার করে বাদ দেন দু'টি স্তনই। সেই নতুন করে ''ম্যাসটেকটোমি'' শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিশ্বের। অভিনেত্রী মিডিয়ার সামনে বিষয়টি প্রকাশ্যেও এনেছিলেন খুব ভেবেচিন্তে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। গত এক দশকে সেটাই ঘটেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানও ঝড়ের গতিতে এগোচ্ছে। এ অবস্থায় আমেরিকার ''ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট'' (এনসিআই)-এর একদল বিজ্ঞানী দাবি করলেন, ম্যাসটেকটোমির পরে স্তন পুনর্গঠনের পথ আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। গবেষণাগারে ম্যাম্যারি গ্ল্যান্ড তৈরি করছেন তাঁরা, যা আসল মানবঅঙ্গের মতোই কাজ করবে। স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন বা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাঁরা ম্যাসটেকটোমি করান, তার পরের সফরটাও তাঁদের জন্য মসৃণ হয় না। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, অনেক সময় রোগীর শরীর থেকে কোষ নিয়ে কৃত্রিম ভাবে স্তন তৈরি করা হয়, অনেক সময় সিলিকন জেলের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু তা কখনও আসল অঙ্গের মতো কাজ করে না। এনসিআই-এর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, তাঁরা ইঁদুরের এমব্রায়ো কোষ ব্যবহার করে গবেষণাগারে ক্ষুদ্র (মিনিয়েচার) ম্যামারি গ্ল্যান্ড তৈরি করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই ক্ষুদ্র অঙ্গটি স্তনের মতোই আচরণ করেছে, এমনকি হরমোনের প্রভাবে দুধ নিঃসরণও করেছে। বিজ্ঞানী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন এনসিআই-এর গবেষক শৌনক সাহু এবং শ্যাম শরন। গবেষণা পত্রটি ''ডেভেলপমেন্টাল সেল'' নামক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, শুধু ক্যানসার নয়, গর্ভাবস্থায় হরমোনের প্রভাবে মহিলাদের শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে, স্তনের নানা ব্যাধি দেখা দেয়। এ সব ক্ষেত্রেও চিকিতার রাস্তা দেখাতে পারে তাঁদের গবেষণা। শৌনক জানান, ''আলনার ম্যামারি সিন্ড্রোম''-এর জন্য দায়ী টিবিএক্স৩ জিন মিউটেশন। এই অসুখে স্তন ঠিকমতো তৈরি হয় না। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, তাঁদের তৈরি মডেলের সাহায্যে এ ক্ষেত্রেও সমাধান মিলতে পারে। তিনি জানিয়েছেন, গবেষণাগারে এ ভাবে মানব-অঙ্গের সদৃশ অঙ্গ (অর্গানয়েড) তৈরি চিকিৎসা বিজ্ঞানে একপ্রকার বিপ্লব। এর সাহায্যে এক দিকে শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত কলাকোষ প্রতিস্থাপণ করা সম্ভব হবে, অন্য দিকে রোগীবিশেষে নির্দিষ্ট চিকিতার (পার্সোনালাইজড ট্রিটমেন্ট) সন্ধান মিলবে। ''রিজেনারেটিভ মেডিসিন'' (মানবকোষ পুনর্গঠন ও তার কাজ অক্ষত রাখা)-ও তৈরি করা যাবে। সেই সঙ্গে, জোলির মতো কারও শরীরে ব্রাকা জিনে মিউটেশন ঘটে থাকলে, তাঁর সত্যিই ভবিষ্যতে ক্যানসার হবে কি না, অর্গানয়েডের সাহায্যে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে অ্যানিমাল ট্রায়ালে এই গবেষণা সফল হলেও মানবদেহে পরীক্ষা বাকি রয়েছে। শৌনক বলেন, ''আমাদের থেরাপিতে, রোগীর কোষ থেকে ম্যামারি গ্ল্যান্ড পুনর্গঠন করা হবে। ফলে মানবদেহে ''ইমিউন রিজেকশন''-এর ভয় কম।''

স্নায়ু রোগ নিরাময়ে মস্তিষ্কের চিপ মাস্কের

মানবদেহে প্রথম বার ব্রেন চিপ বসানোর ঘোষণা করলেন ইলন মাস্ক। তিনি জানান, তাঁর স্টার্ট আপ সংস্থা নিউরালিঙ্ক মানুষের মস্তিষ্কে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করেছে। প্রাথমিক ফলাফল বেশ চিত্তাকর্ষক। মাস্ক জানিয়েছেন, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন ওই রোগী। মস্তিষ্কের সঙ্গে ব্রেন চিপ মানিয়ে নিয়েছে। যা রোগ সারাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

তবে এই পরীক্ষা নিয়ে এখনই বিস্তারিত তথ্য সামনে আনেননি মাস্ক।

মাস্কের সংস্থাকে এই পরীক্ষামূলক প্রয়োগের জন্য গত বছর ছাড়পত্র দিয়েছিল আমেরিকার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থা। উদ্দেশ্য ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে সুস্থ করে তোলা। মাস্ক জানিয়েছেন, তাঁর সংস্থার উদ্দেশ্য কম্পিউটারের সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্ককে যুক্ত করে জটিল নিউরোলজিক্যাল সমস্যার সমাধান। নিউরালিঙ্কের তৈরি এই যন্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছে ''টেলিপ্যাথি''। ফোন কিংবা কম্পিউটারের মাধ্যমে এই যন্ত্র পরিচালনা করা যাবে।

এক্স-এ মাস্ক জানিয়েছেন, কী ভাবে ওই বৈদ্যুতিন যন্ত্র মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযোগ করে। প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এই যন্ত্র বেশ উপযোগী বলেও দাবি মাস্কের। মাস্কের কথায়, ''মনে করুন, স্টিফেন হকিং এক জন নিলামকারী কিংবা টাইপিস্টের চেয়ে দ্রুত অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করছেন।''

মস্তিষ্ক থেকে সিগন্যাল প্রেরণ করে বৈদ্যুতিন যন্ত্রে বার্তা পাঠানো হবে এ ভাবেই কাজ করবে ওই ব্রেন মেশিন। এই যন্ত্র নিয়ে মাস্কের দাবি সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠছে তা কতটা নিরাপদ? পরীক্ষামূলক প্রয়োগের নির্দিষ্ট বিধি লঙ্ঘনের দায়ে চলতি মাসেই মাস্কের সংস্থাকে জরিমানা দিতে হয়েছে। লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক অ্যান ভ্যানহস্টেনবার্গ জানিয়েছেন, চিকিতসা সংক্রান্ত যন্ত্র নির্মাতা যে কোনও সংস্থার ক্ষেত্রেই এ ধরনের পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ধরনের পরীক্ষা আগেও হয়েছে। ব্রেন চিপ ইমপ্ল্যান্ট কমিউনিটি নিয়ে বহু সংস্থাই কাজ করেছে। তার মধ্যে অল্প কিছু সংস্থাই মানবশরীরে এ ধরনের যন্ত্র বসাতে পেরেছে। অ্যানের দাবি, মাস্কের সংস্থা সেই ''কমিউনিটি''তে যোগ দিল। বিষয়টি নিয়ে মাস্ক যতই প্রচার করুন, গোটা পরীক্ষাটি সফল কি না, দীর্ঘ সময়ের পরেই তা বোঝা যাবে বলে জানান অ্যান। এর আগে সুইতজারল্যান্ডের একটি সংস্থাও একই ভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মস্তিষ্কে চিন্তাভাবনার সঞ্চারের মাধ্যমে হাঁটতে সাহায্য করেছে। উটার একটি সংস্থা ২০০৪ সালে প্রথম বার ব্রেন-কম্পিউটার সংযোগ ঘটিয়েছিল। তবে মাস্কের দাবি, তাঁর সংস্থার তৈরি ব্রেন মেশিন অবসাদ থেকে মুক্ত করতে পারে। সারাবে মস্তিষ্কের ক্ষতও। মাস্কের দাবি, ডিমেনশিয়া, পার্কিনসন্সের মতো রোগেও সারাতে কার্যকর ওই যন্ত্র। এমনকি স্নায়ুর জটিল রোগ নিরাময়েও কার্যকরী।

হাজার টাকার ওষুধের বিকল্প প্রতিদিন কাঁচা কলা খান

বিভিন্ন রান্নায় কাঁচকলা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অনেকেই কাঁচকলা খেতে পছন্দ করেন না। তবে পুষ্টিবিদদের মতে, কাঁচকলায় রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ। এই খাবার নিয়মিত খেলে শরীর ভালো থাকে।

কাঁচকলায় ভালো পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এছাড়া এই খাবারে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি ৬, ভিটামিন এ, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক ইত্যাদি পাওয়া যায়।

এছাড়া এই খাবারে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীর ভালোও রাখতে পারে।

নিয়মিত কাঁচকলা খেলে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়-

হজমের সমস্যা কমে : অনেকেরই হজমের সমস্যা আছে। মুলত বাইরের খাবার খাওয়ার প্রবণতা এই সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। হজমের সমস্যা কমাতে চাইলে বাইরের তেল, ঝাল, মসলা যুক্ত খাবার খাওয়ার বিকল্প নেই। পাশাপাশি খেতে পারেন কাঁচকলা। এই কলায় থাকা ফাইবার যে কোনও সমস্যা দূর করতে পারে।

সুগার কমায় : কাঁচকলায় ভালো পরিমাণে অ্যান্টি ডায়াবেটিক গুণ রয়েছে। এই গুণের কারণে ডায়াবেটিস রোগীরা এই খাদ্য খেতে পারেন। এতে উপকার পাবেন।

হৃতপিণ্ড ভালো রাখে : কাঁচকলায় থাকা পুষ্টি উপাদান হৃতপিণ্ড সুস্থ রাখতে ভূমিকা রাখে।

ওজন কমায় : কাঁচকলায় ভালো পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার মানুষের ওজন বাড়তে দেয় না। এমনকী শরীরে বিপাকের হার ভালো রাখতেও পারে কাঁচকলা। তাই ওজন কমাতে চাইলে অবশ্যই প্রতিটি মানুষকে হতে হবে সচেতন।

ত্বক ভালো রাখে : ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখার কাজেও সাহায্য করে কাঁচকলা। এই কলায় এমন কিছু ভিটামিন ও খনিজ রয়েছে যা শরীর ভালো রাখতে পারে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে ত্বকের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে চাইলে খেতে পারেন এই খাবার।

যে ১২টি কারণে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে পনির খাওয়া উচিত

অনেকেই আছেন দুধ বা দই খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু শরীরকে বাঁচাতে এসব খাবার খুবই প্রয়োজন। এসব ভালো না লাগলে রোজ ডায়েটে রাখতে পারেন পনির মাখনি, মটর পনির, শাহি পনির অথবা পালক পনিরের মতো পদ। তা না হলে খুবই বিপদ। কারণ শরীরকে বাঁচাতে এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন পরে, যা দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাবারেই বেশি মাত্রায় থাকে।

তাই তো দুধ-দইয়ে অরুচি থাকলে পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে ১০০ গ্রাম পনিরে রয়েছে কম করে ১৮.৩ গ্রাম প্রোটিন, ২০.৮ উপকারি ফ্যাট, ২.৬ গ্রাম মিনারেল, ১.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২৬৫ কেসিএল এনার্জি, ২০৮ এমজিএস ক্যালসিয়াম, ১৩৮ এমজি ফসফরাস এবং আরও কত কী! প্রসঙ্গত, এই সবকটি উপাদানই নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। বিশেষত একাধিক রোগকে দূরে রাখতে পনিরের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। পনির দিয়ে বানানো নানা পদ খাওয়া শুরু করলে সাধারণত শরীরের যে যে উপকারগুলি হয়, সেগুলি হল.

এনার্জির ঘাটতি দূর হয়: আজকাল কি কারণে-অকারণে বেজায় ক্লান্ত লাগছে? তাহলে বন্ধু রোজের ডায়েটে পনিরকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি করবেন না যেন! কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পনির খাওয়া শুরু করলে শরীরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাবে এনার্জির ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আর্থাইটিসের মতো রোগের কষ্ট কমে: পনিরে উপস্থিত ওমেগা থ্রী এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে জয়েন্টের সচলতা বৃদ্ধি পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আর্থাইটিসের মতো রোগের প্রকোপও কমে। তাই তো বলি বন্ধু, যারা নানাবিধ হাড়ের রোগের শিকার, তারা পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে ভুলবেন না যেন!

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: অল্পতেই যাদের গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়, তারা নিয়মিত পনির খেলে দারুন উপকার পেতে পারেন। আসলে এই খাবারটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশান প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষেদের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: শুনতে অবাক লাগলেও একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পনিরে উপস্থিত পটাশিয়াম, হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতেও এই ডেয়ারি প্রডাক্টের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। তাই দীর্ঘদিন যদি হার্টকে চাঙ্গা রাখতে হয়, তাহলে নিয়মিত পনির খেতে ভুলবেন না যেন!

ফলেটের ঘাটতি মেটে: গর্ভাবস্থায় ভাবী মায়েদের শরীরের গঠনে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়, দেহের অন্দরে লোহিত রক্ত কণিকার ঘাটতি দূর করতেও ফলেট বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই তো শরীরকে সুস্থ রাখতে এই উপাদানটির কোনও সময় যাতে ঘাটতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। কীভাবে? বেশ কিছু গবেষণা অনুসারে এই দুগ্ধজাত খাবারটির শরীরে মজুত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফলেট, যা দেহের অন্দরে এই উপকারি উপাদানটির চাহিদা মেটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হাড় শক্তপোক্ত হয়: শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে একদিকে যেমন হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। কারণ দুধে এই খনিজটি রয়েছে প্রচুর মাত্রায়, যা হাড়ের পুষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা হল আপনি তো দুধ খেতে পছন্দ করেন না। তাহলে করবেন কী? সেক্ষেত্রে নিয়মিত পনির খাওয়া মাস্ট! কারণ দুধের মতো অত পরিমাণে না হলেও পনিরেও রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে এই খনিজটির ঘাটতি মেটাতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: পনিরে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং রাইবোফ্লেবিন ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে যাতে এনার্জির ঘাটতি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, রাইফ্লেবিনের পাশাপাশি পনিরে প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, থিয়ামিন, নিয়াসিন এবং ফলেট নামেও বিশেষ কিছু উপাদানের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই উপাদানগুলি হজম কক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে, রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বাজে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমাতে এবং হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়: পেশীর উন্নতিতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি শরীরের অন্দরে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখে প্রোটিন। তাই তো দেহে যাতে এই উপাদানটি ঘাটতি কোনও ভাবেই না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর এই কাজটিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। তাই যাদের মাছ-মাংস খাওয়ার সেভাবে সুযোগ নেই, তারা পনির খাওয়া শুরু করতে পারেন। দেখবেন উপকার মিলবে।

ক্যান্সারের মতো রোগকে দূরে রাখে: পনিরে উপস্থিত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি শরীরের অন্দরে এমন খেল দেখায় যে ব্রেস্টে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার সুযোগই পায় না। প্রসঙ্গত, হাওয়ার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের একদল গবেষক টানা ১৬ বছর ধরে এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষাটি চলাকালীন তারা লক্ষ করেছিলেন ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই দুটি উপাদান প্রচুর মাত্রায় রয়েছে পনিরে। তাই এই দুগ্ধজাত খাবারটি সপ্তাহে বার দুয়েক খেলে কী উপকার মিলতে পারে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না।

ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে: অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে রোজের ডায়েটে পনিরের অন্তর্ভুক্তি মাস্ট! কারণ প্রটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে বহুক্ষণ পেট ভরা থাকে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। ফে ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না। প্রসঙ্গত, পনিরে লাইনোলেইক অ্যাসিড নামে একটি উপাদানও রয়েছে, যা শরীরের ইতি-উতি জমে থাকা মেদকে দ্রুত গলিয়ে ফেলতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ফলে দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া কোনও আশঙ্কাই থাকে না।

ডায়াবেটিসের মতো রোগ দূরে থাকে: পনির রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম। এই খনিজটি শরীরের অন্দরে বিশেষ কিছু এনজাইমের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যা একদিকে যেমন হাড়ের গঠনে সাহায্য করে, তেমনি ব্রেন ফাংশনে উন্নতি ঘটায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রসঙ্গত, একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে ম্যাগনেসিয়ামের কারণে শরীরে ক্ষরিত হওয়া এনাজইমগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষণতার উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।দাঁত শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে: যেমনটা আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে পনিরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে প্রবেশ করার পর হাঁড়কে যেমন শক্তপোক্ত করে, তেমনি দাঁতের স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে মুখ গহ্বর সংক্রান্ত একাধিক রোগকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

রবিবার রামঠাকুর সংঘের ইলেকশন আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

দেশকে একত্রিত করাই দেশের প্রতি প্রকৃত ভক্তি : রাহুল গান্ধী

বারাণসী, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার উদ্দেশ্যে কী, তা ফের বললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শনিবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'দেশকে একত্রিত করাই দেশের প্রতি প্রকৃত ভক্তি।' শনিবার সকালে বারাণসীর গোলগাড্ডা থেকে শুরু হয় রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা। রাহুল গান্ধী এদিন কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনাও করেছেন। পরে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন বক্তব্য রেখে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'সমগ্র ""যাত্রায়"" কখনও ঘৃণা দেখিনি। এমনকি বিজেপির লোকজনও যাত্রায় এসেছিল এবং আমাদের কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আমাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলত... এই দেশ তখনই শক্তিশালী হবে, যখন আমরা একসঙ্গে কাজ করব। দেশকে একত্রিত করাই দেশের প্রতি প্রকৃত ভক্তি।'

গুজরাটের সুরেন্দ্রনগরে টায়ার ফেটে ভ্যান উল্টে মৃত ৪, আহত ২

সুরেন্দ্রনগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর জেলায় ভ্যানের টায়ার ফেটে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ২জন ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে শনিবার গভীর রাতে গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর জেলায় একটি ভ্যানের টায়ার ফেটে গেলে ভ্যানটি উল্টে যায়। এরফলে ৪জনের মৃত্যু ঘটেছে এবং ২জন আহত হয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে রাত দেড়টা নাগাদ বিরামগাম-ধ্রাংধরা রাজ্য সড়কের পাশে হরিপুর গ্রামের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ৬জন ব্যক্তি একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ধ্রাংধরায় ফিরছিলেন। রাস্তায় ভ্যানের টায়ারটি ফেটে গেলে ঘটনাস্থলেই মোট ৪জনের মৃত্যু হয়। এই ৪জনের মধ্যে ৩জনই একই পরিবারের সদস্য ছিলেন। মৃতদের মধ্যে ২জন মহিলা ছিলেন। বর্তমানে ২জন আহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ধ্রাংধরা থানার আধিকারিক মৃতদের শনাক্ত করেছেন। মৃতদের নাম, যগনেশ যাদব, ইন্দুমতি যাদব, রাধা যাদব এবং ধনেশ চাভদা।

লেভানদোভস্কির জোড়া গোলে বার্সা পেল নাটকীয় জয়

বার্সেলোনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): ম্যাচ গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হতে চলেছে এমন অবস্থায় ম্যাচের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি পেল বার্সেলোনা। লেভানদোভস্কি পেনাল্টি থেকে গোল করলেন।প্রথম দফায় জয় পেল শাভি এর্নান্দেসের দল। প্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে লেভানদোভস্কি কাতালান দলটিকে গোল করে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সমতা ফেরান ইয়াগো আসপাস। এরপর ম্যাচের যোগ করা সময়ে লেভানদোভস্কির পেনাল্টি গোলে সফরকারীরা জয় পায়।

স্কুলে সরস্বতী পুজো না হওয়ায় প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

ক্যানিং, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : স্কুলে কেন সরস্বতী পুজো হয়নি সেই প্রশ্ন তুলতেই প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের দিকে তেড়ে যান এমনটাই অভিযোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত মালীরধার এফ পি স্কুলে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ক্যানিং থানার অন্তর্গত মালীরধার গ্রামে। গ্রামবাসীদের আরো অভিযোগ প্রধান শিক্ষক মদ্যপ অবস্থায় স্কুলে আসেন। স্কুলে পড়াশোনা ঠিকমতো হয় না। মিড ডে মিল ঠিকমতো খাওয়ানো যেমন হয় না তেমনি স্কুলে নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শৌচাগার থেকে শুরু করে পানীয় জলের অভাব রয়েছে স্কুলে। এই সমস্ত অভিযোগ তুলে প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। যদিও গ্রামবাসীদের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রধান শিক্ষক স্বপন বরকন্দাজ। তবে তিনি অসুস্থ থাকার কারণে সরস্বতী পুজো করতে পারেননি বলে তা জানিয়েছেন।

দিল্লি সফরে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী; নির্মলা, ধর্মেন্দ্র ও প্রহ্লাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি সফরে রয়েছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। শনিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। বেশ কিছু সময় তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। রাজস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁদের কথাবার্তা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী।

ওয়ানাডে পশু-মানুষ সংঘাতের কারণে বিক্ষোভ, ৩টি মামলা দায়ের

ওয়ানাড, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেরলের ওয়ানাডে পশু-মানুষ সংঘাতের কারণে বিক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এসংক্রান্ত ৩টি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। রবিবার পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে। কেরলের ওয়ানাডে পরপর দুবার হাতির আক্রমণে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বন্য হাতির আক্রমণ ওই অঞ্চলে দিনদিন বেড়েই চলেছে। অকালে প্রাণ হারাতে হচ্ছে বহু মানুষকে। এরই প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বনধের ডাক দিয়েছে। রবিবার সকালে কংগ্রেস নেতা এবং ওয়েনাডের সাংসদ রাহুল গান্ধী প্রাণ হারানো দুই ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের সান্ত্বনাও দেন।

পুলিশের এক আধিকারিক রবিবার জানিয়েছেন যে এসংক্রান্ত ৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। জনসাধারণের পথে বাধা, দাঙ্গা, বেআইনি সমাবেশ, সরকারী আধিকারিকদের উপর অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ সহ বিভিন্ন অভিযোগে বেশ কয়েকটি পরিচিত এবং অজানা ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআরগুলি নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এই এলাকায় দিনদিন বন্য প্রাণীর আক্রমণ বেড়েই চলেছে। গত শুক্রবারই কুরুভা দ্বীপের কাছে বন বিভাগের একজন ইকো-ট্যুরিজম গাইড বন্য প্রাণীর আক্রমণের মুখে পড়ে মৃত্যু ঘটে।

আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড়ের কাওয়ার্ধা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

রায়পুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড়ের কাওয়ার্ধা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি ওইদিন ছত্তিশগড়ের কবিরধাম জেলার মহারাজপুরে অবস্থিত নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করবেন। এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ভবন এবং কর্মচারীদের আবাসিক ভবন সহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের জন্য মোট খরচের পরিমাণ ২০.৫৬ কোটি টাকা। রবিবার এসংক্রান্ত তথ্য জানা গিয়েছে।

কালেক্টর জনমেজয় মহোবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। উদ্বোধনের আগে কালেক্টর মহোবে এবং জেলা পঞ্চায়েতের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সন্দীপ আগরওয়াল নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ভবন পরিদর্শন করেছেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা এবং সাংসদ সন্তোষ পান্ডের প্রচেষ্টায় কবিরধাম জেলার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নতুন যৌথ ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের পুণেতে বাতিল যন্ত্রাংশের গুদামে বিস্ফোরণ

পুণে, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে একটি বাতিল যন্ত্রাংশের গুদামে বিস্ফোরক ঘটে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। শনিবার রাতে পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের কুদাল ওয়াদি এলাকায় এই বিস্ফোরণটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

বিস্ফোরণের ফলে বাতিল যন্ত্রাংশের গুদামে বিধ্বংসী আগুন লাগে যায়। দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় দমকল বিভাগ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় দমকল বিভাগের এক আধিকারিক ভারাদ নালে জানিয়েছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ১০টি ফায়ার ইঞ্জিনকে নিযুক্ত করা হয়। তাদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। কোনও হতাহতেরও ঘটনাও ঘটেনি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কেরলের ওয়ানাডে হাতির আক্রমণে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাহুল গান্ধীর

ওয়ানাড, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেরলের ওয়ানাড জেলায় হাতির আক্রমণে প্রাণ হারানো দুই ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কংগ্রেস নেতা এবং ওয়েনাডের সাংসদ রাহুল গান্ধী। তিনি রবিবার সকালে হাতির হানায় নিহত দুই পরিবারের পাশে দাঁড়ান। রাহুল গান্ধী এদিন দুই পরিবারের সদস্যদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছেন।

শনিবার রাতে বারাণসীতে তাঁর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা আচমকা থামিয়ে গান্ধী পার্শবর্তী কান্নুর জেলায় পৌঁছন। সেখানে পশুর আক্রমণে মানুষের অকালে প্রাণ হারানোর বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। এই এলাকাটিই রাহুলের নির্বাচনী এলাকা বলে পরিচিত। রবিবার সকালে তিনি কান্নুর থেকে সড়কপথে ওয়েনাড যান। এদিন রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক কে সি ভেনুগোপাল এবং অন্যান্য স্থানীয় নেতারা।

জয়সওয়ালের মধ্যে সচিন তেন্ডুলকরকে দেখতে পান রবি শাস্ত্রী

রাজকোট, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে আছেন জয়সওয়াল। রাজকোট টেস্টের তৃতীয় দিন শনিবার চমৎকার এক সেঞ্চুরি উপহার দিলেন তিনি। ১৩৩ বলে ১০৪ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলে পিঠে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন তিনি। জয়সওয়ালের পারফরম্যান্স দেখে মুগ্ধ রবি শাস্ত্রী। বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যানের মধ্যে সচিন তেন্ডুলকারের ছায়া দেখতে পান ভারতের এই প্রাক্তন কোচ। তাঁর মতে, তেন্ডুলকারের মতো ব্যাট ও বল হাতেও দলে অবদান রাখতে পারবেন জয়সওয়াল। শুধু এই ম্যাচেই নয়, সিরিজ জুড়েই জয়সওয়ালের ব্যাট কথা বলছে। এখনও পর্যন্ত ৬ ইনিংসে ৮৭ গড়ে তাঁর রান ৪৩৫। তিনশ রানও করতে পারেননি আর কেউ। কোনও ধরনের ক্রিকেটেই জয়সওয়াল তেন্ডুলকারের মতো অবশ্য বল হাতে নিজের ছাপ রাখতে পারেননি।

অমরাবতীতে ট্রাক ও টেম্পোর সংঘর্ষে মৃত ৪, আহত ১০

অমরাবতী, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে একটি ট্রাক ও টেম্পোর মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন ১০ জন ব্যক্তি। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রবিবার সকালে মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে একটি ক্রিকেট ম্যাচে যাওয়ার পথে ৪ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ সুপার বিশাল আনন্দ জানিয়েছেন, একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টেম্পোকে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রবিবার সকালে টেম্পোটি অমরাবতী শহর থেকে একটি ক্রিকেট দলের ২১ জন সদস্যকে নিয়ে রওনা দিয়েছিল। রাস্তায় একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে নন্দগাঁও খন্ডেশ্বর তালুকের শিংনাপুর ফাটায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এসপি আরও জানিয়েছেন যে ঘটনাস্থলেই ৪ জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন ১০জন খেলোয়াড়। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ট্রাক চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সুস্থ হয়ে উঠেছেন সুকান্ত মজুমদার, ছুটি পেলেন অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সুস্থ হওয়ার পর শনিবার কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে সুকান্ত মজুমদারকে। হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় উপস্থিত মানুষজনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন সুকান্ত মজুমদার, বুঝিয়ে দেন তিনি সুস্থ আছেন।

প্রায় এক বছরের জন্য মাঠের বাইরে নিউজিল্যান্ডের পেসার কাইল জেমিসন

হ্যামিলটন, ১৮ ফেব্রুয়ারি(হি.স.): নিউজিল্যান্ডের পেসার কাইল জেমিসন মেরুদণ্ডে 'স্ট্রেস ফ্র্যাকচার'চোটের জন্য প্রায় এক বছর মাঠের বাইরে চলে গেলেন। মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের পর ব্যথা অনুভব করেন জেমিসন।

ব্যথার জন্য হ্যামিল্টনে দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে পারেননি তিনি। কারণ স্ক্যানে তাঁর চোট ধরা পড়ে। গত বছর মেরুদণ্ডে যেখানে চোট পেয়ে অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন এবার চোট একই জায়গায় হলেও আঘাতটি নতুন। তবে এবার আর অস্ত্রোপচার করাবেন না এই পেসার। নিজের চোট নিয়ে বিবৃতিতে জেমিসন বলেছেন, 'সামনের দিনগুলো আমার জন্য ভীষণ চ্যালেঞ্জের। ক্রিকেটারের জীবনে চোট একটা অংশ, সেটা আমি জানি। আশা করি খেলার জন্য সামনে আরও অনেক দিন পরে আছে।'

তৈরি হচ্ছিল বিয়ের প্যান্ডেল, জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে তাঁবু ভেঙে আহত ১২ শ্রমিক

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজধানী দিল্লিতে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের কাছে ভেঙে পড়ল অস্থায়ী কাঠামো। কাঠামোটি একটি অস্থায়ী প্যান্ডেল। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামের ২ নম্বর গেটের কাছে অস্থায়ী কাঠামো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় অন্তত পক্ষে ১০-১২ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্যান্ডেল ভেঙে পড়া প্রসঙ্গে দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম প্রাঙ্গনে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কর্মরত এক ব্যক্তি বলেছেন, 'শ্রমিকরা যখন খাবার খাচ্ছিলেন তখন প্যান্ডেল ভেঙে পড়ে। কোনও ভারী প্রভাব পড়েনি।' লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হাসপাতালের মেডিকেল টেকনিশিয়ান (জরুরী পরিষেবা) আসিফ আনসারি বলেছেন, 'আহত ১০-১২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধার অভিযান চলছে।' পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

ডিসিপি সাউথ অঙ্কিত চৌহান বলেছেন, 'শনিবার বেলা ১১.১৫ মিনিট নাগাদ একটি প্যান্ডেল/তাঁবু ভেঙে পড়ে, নীচে কয়েকজন শ্রমিক আটকে থাকার সম্ভাবনা সম্পর্কে ফোন আসে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পরে দেখা যায় যে ২৫-৩০ জন শ্রমিক নীচে আটকে রয়েছেন। একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল। ২৫-৩০ জনকে উদ্ধার করে এইমস ট্রমা সেন্টার এবং সফদরজং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য এনডিআরএফ টিম ঘটনাস্থলে এসেছে।'

চাপড়ায় বিএসএফ কর্মীর কন্যাকে পিষে দিল বাহিনীরই গাড়ি

নদিয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সাত বছরের একটি মেয়ের বিএসএফের পিকআপ ভ্যানে চাপা পড়ে মৃত্যু নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যার পর চাঞ্চল্য দেখা দেয় নদিয়ার চাপড়ায়। শনিবারও এলাকায় ছিল উত্তেজনা।

সদ্য সীমান্তের ডিউটি শেষ করে ঘরে ফিরেছেন মা। তাঁর সঙ্গে দেখা করেই ঠাকুমাকে নিয়ে বাড়ির সামনের সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেলে যাচ্ছিল বাচ্চাটি। ঠিক তখনই একটি ভ্যানটি পিষে দেয় শিশুটিকে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চাপড়া ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত শিশুটির নাম আরোহী সিংহ হাজারি। তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। বিএসএফের একটি সূত্রে খবর, বাঁকুড়ার জেলার সোনামুখী ব্লকের বাসিন্দা রিঙ্কু পাতিদার ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৮২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের হৃদয়পুর বর্ডার আউট পোস্টে কর্মরত। বিএসএফের সেক্টর হেডকোয়ার্টার সীমানগরে একটি বাড়ি ভাড়া করে সপরিবারে থাকেন রিঙ্কু।

শুক্রবার সন্ধ্যায় কাজ শেষে বাড়ি ফেরেন ওই মহিলা বিএসএফ কর্মী। তিনি জানান, তখন বাবা আর ঠাকুমার সঙ্গে খেলছিল মেয়ে। তিনি বাড়ি ফিরতেই ঠাকুমাকে নিয়ে বাড়ির সামনে ঠাকুর দেখতে বার হয় সে। তার পরই ওই দুর্ঘটনা।

অভিযোগ উঠেছে, রিঙ্কুর সঙ্গে একই ব্যাটেলিয়নে কর্মরত বিএসএফের গাড়ির চালক সঞ্জীব কুমার মন্ত অবস্থায় পিকআপ ভ্যান চালাচ্ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি। বিএসএফ কর্মী রিঙ্কুর অভিযোগ, "মন্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে সঞ্জীব কুমার আমার মেয়েকে পিষে দিয়েছে। আমি ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।" যদিও এখনও এই ঘটনায় গ্রেফতারির কোনও খবর নেই।

দিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুরু বিজেপির দু'দিনের জাতীয় কাউন্সিল বৈঠক, প্রদর্শনী ঘুরে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুরু হয়েছে বিজেপির দু''''দিনের জাতীয় কাউন্সিল বৈঠক। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করতে বিজেপির এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শনিবার জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠক শুরু হওয়ার পর প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, নেতারা দু''''দিনের এই জাতীয় কাউন্সিল বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। বৈঠকের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। প্রধানমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে অভিবাদন জানানো হয়।

জাখিরা উড়ালপুলের কাছে লাইনচ্যুত মালগাড়ির ৮টি বগি, বিপর্যস্ত রেল পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লির প্যাটেল নগর-দয়াবস্তি সেকশনে লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি মালগাড়ি। শনিবার মালগাড়ির ৮টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়।

জাখিরা ফ্লাইওভারের কাছে এই ঘটনা ঘটে। মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়ায় রেল পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেললাইন।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার দিল্লির প্যাটেল নগর-দয়াবস্তি সেকশনে একটি মালগাড়ির ৮টি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়েছে। জাখিরা ফ্লাইওভারের কাছে এই ঘটনা ঘটে। ডিসিপি রেলওয়ে কেপিএস মালহোত্রা বলেছেন, রেললাইনে থাকা ব্যক্তির সম্ভাব্য হতাহতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উদ্ধার অভিযান চলছে।

বিহারের জনগণের জন্য কাজ করছি, আর তাই চালিয়ে যাব : নীতীশ কুমার

পাটনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিরোধী জোট ও বিরোধী জোটের নাম নিয়ে নিজের অসন্তোষের কথা জানালেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমার। শনিবার সকালে পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতীশ কুমার বলেছেন, বিহারের জনগণের জন্য কাজ করছি, আর তাই চালিয়ে যাব।

অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে যে তাঁর আর নেই, সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন নীতীশ।

বিরোধীদের আইএনডিআই জোট থেকে মুখ ফিরিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর ফারুক আব্দুল্লাহ এবং আরএলডি-র জয়ন্ত সিং। এ বিষয়ে নীতীশ কুমার বলেছেন, 'আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম। জোটের জন্য এই নামের পক্ষেও ছিলাম না আমি। আমার মাথায় অন্য নাম ছিল। এখন আমি বিহারের জনগণের জন্য কাজ করছি, আর তাই চালিয়ে যাব। আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদবের ""দ্বার-মুক্ত"" মন্তব্য প্রসঙ্গে এদিন নীতীশ কুমার বলেছেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক যাচ্ছিল না, তা আমি তাঁদের ছেড়ে দিয়েছি।'

দিল্লিতে জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামের কাছে ভেঙে পড়ল প্যান্ডেল, আহত ১২ জন

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের কাছে ভেঙে পড়ল অস্থায়ী কাঠামো।

কাঠামোটি একটি অস্থায়ী প্যান্ডেল। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার বেলার দিকে জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামের ২ নম্বর গেটের কাছে অস্থায়ী কাঠামো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় অন্তত পক্ষে ১০-১২ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্যান্ডেল ভেঙে পড়া প্রসঙ্গে দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম প্রাঙ্গনে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কর্মরত এক ব্যক্তি বলেছেন, 'শ্রমিকরা যখন খাবার খাচ্ছিলেন তখন প্যান্ডেল ভেঙে পড়ে। কোনও ভারী প্রভাব পড়েনি।' লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হাসপাতালের মেডিকেল টেকনিশিয়ান (জরুরী পরিষেবা) আসিফ আনসারি বলেছেন, 'আহত ১০-১২ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্ধার অভিযান চলছে।'

যিশু সেনগুপ্তের শাশুড়ি অঞ্জনা ভৌমিক প্রয়াত, মাতৃহারা হলেন নীলাঞ্জনা-চন্দনা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রয়াত হলেন অভিনেতা যিশু সেনগুপ্তের শাশুড়ি অঞ্জনা ভৌমিক, অঞ্জনার প্রয়াণে মাতৃহারা হলেন নীলাঞ্জনা-চন্দনা। নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তের মা দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করছিলেন বার্ধক্যজনিত অসুখের সঙ্গে। শুক্রবার রাতে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে ভর্তি হন হাসপাতালে। শনিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার হাসপাতালে সকাল সাড়ে দশটা তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ষাট থেকে আশির দশকের বাংলা সিনেমায় ছিল তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। এখনও বহু দর্শক মনে রেখেছেন তাঁকে। 'চৌরঙ্গী', 'থানা থেকে আসছি', 'নায়িকা সংবাদ'-এর মতো ছবিতে তাঁর অভিনয় এখনও মনে রেখেছেন দর্শক। তাঁর এবং উত্তম কুমারের পর্দার রসায়ন দর্শকের ছিল খুব প্রিয়। অঞ্জনা বহু বছর ধরেই ছিলেন অন্তরালে। দুই মেয়ে নীলাঞ্জনা এবং চন্দনা দু'জনেই এক সময় অভিনয় করতেন। নীলাঞ্জনা এখন টেলিপাড়ার সফল প্রযোজক। তাঁর স্বামী অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত।

দুয়ার রেশনের চাল ইঁদুরের মল ও পোকা যুক্ত দেওয়ার অভিযোগ রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে

মালদা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দুয়ার রেশনের চাল ইঁদুরের মল ও পোকা যুক্ত দেওয়ার অভিযোগ রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে।অতি নিম্ন মানের চাল দেওয়ার অভিযোগ।শুধু তাই নয় রেশনের আটা কম পরিমান দেওয়ার অভিযোগ মানিকচকের রেশন ডিলার নির্মল কুমার সিংয়ের বিরুদ্ধে। মালদার মানিকচক ব্লকের জালালপুর এলাকার লোকজন রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। শুধু এবার নয় মাঝে মধ্যেই নিম্ন মানের রেশন সামগ্রী দিয়ে থাকেন রেশন ডিলার নির্মল কুমার সিং। এবারে ইঁদুরের মল যুক্ত এবং পোকাধরা নিম্নমানের চাল দিতেই গ্রাহকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। চন্দ্রন্দ্র ডিলারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

একজন রেশন গ্রাহক আওকাত আলীর অভিযোগ """ ইঁদুরের মল যুক্ত ও পোকাধরা চাল দিচ্ছে। আটার পরিমানে কম দিচ্ছে। সময় মত কখনোই রেশন দেই না। তাই আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। আমরা চাই রেশনে ভালো চাল দেওয়া হোক।"""

অপর এক রেশন গ্রাহক মরতজ আলীর বক্তব্য """ সমস্ত ডিলার মাসের এক থেকে আট তারিখের মধ্যেই রেশন সামগ্রী দেই। কিন্তু আমাদের ডিলার নির্মল সিংহ মাসের শেষ সপ্তাহে রেশন সামগ্রী দেই। বাদ পড়ে যায়। যেমন আমি অনেকবার রেশন পাইনি। আজকে পোকাধরা, ইঁদুরের মল যুক্ত ও থোকাথোকা নিম্ন মানের চাল দিচ্ছে। প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।"""

কোকরাঝাড়ে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক সোবনর্তো আইজ্যাক বারী

কোকরাঝাড় (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দুদিনের সফরে 'বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন' (বিটিআর)-এর সদর কোকরাঝাড়ে এসেছেন বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক সোবনর্তো আইজ্যাক বারী।

আজ রবিবার কোকরাঝাড়ে অবস্থিত বড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তঃকলেজ যুব-উৎসবের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন বালক-অধ্যাপক সোবনর্তো আইজ্যাক বারী। এখানে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ অধ্যাপক কোকরাঝাড়ের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক, প্রভাষক এবং শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। সিআইটি, বিবি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঁচ হাজারের বেশি ছাত্র, অধ্যাপক, প্রভাষক এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী মতবিনিময় সেশনে অংশগ্রহণ করেছেন।

আগামীকাল সোমবার কোকরাঝাড়ের বোডোফা সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সে বিটিসি শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এক বিশাল মতবিনিময় অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রফেসর বারী।

আজকের মতবিনিময় অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে আলাপচারিতায় অধ্যাপক সোবনর্তো আইজ্যাক বারী বলেন, গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং সঠিক প্রয়োগের বিষয়ে ভবিষ্যৎ তথা নবপ্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো হোয়াট-ইজ গয়িং অন বিহাইন্ড দ্য সিন, তা-হলে আমি মনে করি, গণিত ও বিজ্ঞান আমাদের আধুনিক বিশ্বে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের এটা শেখা উচিত।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন সোবোনর্তো। বাঙালি-আমেরিকান বিস্ময়বালক সোবনর্তো আইজ্যাক বারী "দ্য লাভ" শীর্ষক একটি বই লিখেছেন। ওই বইয়ে তিনি ধর্মীয় পার্থক্য ও পক্ষপাত থেকে উদ্ভূত কুসংস্কার এবং ঘৃণাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন।

সোবোনর্তো বারী নোবেল বিজয়ী কৈলাশ সত্যার্থীর কাছ থেকে 'গ্লোবাল চাইল্ড প্রডিজি অ্যাওয়ার্ড'ও পেয়েছেন। মাত্র চার বছর বয়সে সোবোনর্তো গণিত ও বিজ্ঞানে তাঁর কৃতিত্বের জন্য তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ২০১৮ সালে ছয় বছর বয়সে তিনি

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১৭ দিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন সৌরভ গাঙ্গুলীর মা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ১৭ দিন পর সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়। হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুন গত পয়লা ফেব্রুয়ারি ইএম বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলীর মা। সেদিন তার দ্রুত ইসিজি করিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। চিকিৎসকরা জানান ছোট গাঙ্গুলীর মায়ের মাইলড স্ট্রোক হয়েছিল। চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি।

হাসপাতাল সূত্রে খবর সৌরভ গাঙ্গুলীর মায়ের স্টেন্ট বসানো হতে পারে। সৌরভ গাঙ্গুলীর মা ডক্টর আফতাব খানের অধীনে ছিলেন। তবে তার আগে রবিবার হাসপাতাল থেকে সৌরভ গাঙ্গুলীর মাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখন চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে তাকে বিশ্রামে থাকতে হবে। আগামী সপ্তাহে ফের চেক আপ হবে। তখন সস্টেন্ট বসানো দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে শনিবার হাসপাতালেই নিরুপা দেবীর জন্মদিন পালন হয়। চিকিৎসক এবং হাসপাতালে কর্মীদের উপস্থিতিতেই বেডে বসে কেক কাটেন সৌরভ গাঙ্গুলীর মা। নিজের হাতে মাকে কেক খাইয়ে দেন সৌরভ। রবিবার মা হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ায় আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে গাঙ্গুলী পরিবার।

'সাংসদ রত্ন' সম্মান পেলেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার

বালুরঘাট, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স) : শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৭ ফেব্রুয়ারি "সাংসদ রত্ন" প্রদান অনুষ্ঠানে লোকসভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তাই রবিবার তাঁর বাসভবনে এসে "সাংসদ রত্ন" পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে গেলেন "সাংসদ রত্ন" টিমের প্রতিনিধিরা।

গত বছর তিনি প্রথম বার সংসদ রত্ন সম্মান পেয়েছিলেন। লোকসভা সময়কালের শেষ লগ্নে জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই তালিকায় দ্বিতীয়বার ঠাঁই হল বাংলার এই বিজেপি সাংসদের। জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ড: এপিজে আবদুল কালামের পরামর্শেই কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছিল 'সংসদ রত্ন' সম্মান প্রদান। বর্তমানে এই কমিটির শীর্ষে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। মূলত সংসদ ভবনে সাংসদদের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে প্রাইম পয়েন্ট ফাউন্ডেশন নামের একটি সংস্থা সাংসদদের পারফরম্যান্সের বিচার করে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই সম্মান প্রদান করা হয়। গতকাল অর্থাৎ ১৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই প্রাপকদের হাতে 'সাংসদ রত্ন' সম্মান তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু সুকান্ত মজুমদার শারীরিক অসুস্থতার কারণে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারার কারণে তার বাসভবনে গিয়ে ওই পুরস্কার তুলে দিলেন "সাংসদ রত্ন" টিমের প্রতিনিধিরা। এমন সম্মান পেয়ে খুশি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

বিমান অবতরণের ৩০ মিনিটের মধ্যে ব্যাগ হাতে পেয়ে যাবেন যাত্রীরা, নির্দেশিকা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স) : এবার থেকে বিমান অবতরণের ৩০ মিনিটের মধ্যে ব্যাগ হাতে পেয়ে যাবেন যাত্রীরা। রবিবার এমনটাই জানাল ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (বিসিএএস)। সম্প্রতি এই বিষয়ে দেশের বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে নির্দেশও পাঠিয়েছে তারা।

নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, বিমান অবতরণের আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ব্যাগ যেন বিমানবন্দরের কনভেয়ার বেল্টে এসে পৌঁছোয়। কোনওভাবেই তার থেকে বেশি সময় যেন না লাগে। এর জন্য আগামী ১০ দিনের মধ্যে বিমান সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। উড়ান যাত্রার মান উন্নত করতে এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। দেশের প্রধান সাতটি বিমান পরিবহণ সংস্থাকে এই নির্দেশিকা পাঠিয়েছে

জিরাটে পরপর চারটি গাড়িতে ধাক্কা লরির, গুরুতর জখম ৩

জিরাট, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স) : হুগলির জিরাট বারুইপাড়া এলাকায় মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে এক এক করে চারটি গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে তিন জনকে গুরুতর জখম করার অভিযোগ এক লরিচালকের বিরুদ্ধে। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাটি হয় সাড়ে ৫টা নাগাদ। বর্ধমানের কালনার দিক থেকে বালি বোঝাই করে একটি লরি আসছিল। গন্তব্য ছিল হুগলির মগরা। বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা ওই লরিটি চার চারটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। তার পর সেটি উল্টে পড়ে এসটিকেকে রোডে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, লরিটি প্রথমে জিরাট-বারুইপাড়ায় এলাকায় একটি চারচাকা গাড়িকে ধাক্কা মারে। একটু এগিয়ে বড়ালের কাছে পানীয় জল বহনকারী পিক-আপ ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। শেষে একটি মোটর বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের পর মাটি কাটার যন্ত্রকে (জেসিবি) ধাক্কা মারে।পিক-আপ ভ্যানে ধাক্কা মারার পর ওই গাড়িতে থাকা তিন জন গুরুতর আহত হন। সৌরভ হালদার, অজয় দেবনাথ এবং হিরু শেখ নামে তিন জনকে নিয়ে যাওয়া হয় জিরাট হাসপাতালে। সেখান থেকে তাঁদের স্থানান্তর করা হয় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। আহতদের সকলেই নদিয়ার নবদ্বীপের বাসিন্দা। আহত সৌরভের কথায়, "আমরা রাস্তা দিয়ে ঠিক ভাবেই গাড়ি নিয়ে আসছিলাম। পিছন থেকে একটি লরি আচমকা ধাক্কা দেয়। গাড়িতে থাকা তিন জনই সংজ্ঞা হারাই।"

অন্য দিকে, বালিবোঝাই ওই লরি একের পর এক গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে নিজেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ে। এই ঘটনার জেরে এসটিকেকে রোডে যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বলাগড় থানার পুলিশ এসে লরিচালককে আটক করে। পাশাপাশি গাড়িটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

গঙ্গারামপুরে মাটি খুঁড়তে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু রাজমিস্ত্রির

গঙ্গারামপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়িতে পাঁচদিন আগে ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ি ফিরেই স্থানীয় এলাকায় কাজ করতে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক রাজমিস্ত্রির। রবিবার বিকেলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম আমিনুর মিয়াঁ (২৮)।

তপন থানার হজরতপুর গ্রামের বাসিন্দা আমিনুর মিয়াঁ। পরিবারে রয়েছেন বয়স্ক বাবা, মা, স্ত্রী সহ দুই মেয়ে ও এক ছেলে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন আমিনুর। পরিয়ায়ী শ্রমিকের কাজ করেই সংসার চলত। কয়েকদিন আগে ভিনরাজ্য থেকে তিনি বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ি ফেরার পর আমিনুর গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়ির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আতাবুদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে নতুন বিল্ডিং তৈরির কাজে যোগ দেন। রবিবার সকাল থেকে আতাবুদ্দিনের বাড়িতে যন্ত্র লাগিয়ে পুরোনো মাটি ও ইটের দেওয়ালের পাশে পোল তোলার জন্য মাটি খোঁড়া হচ্ছিল। বিকেলে আমিনুর সহ কয়েকজন শ্রমিক ও মিস্ত্রি গর্তে নেমে ফিতে দিয়ে মাপজোখ করছিলেন। সেসময় মাটি ও পুরোনো ইটের দেওয়াল ধসে পড়ে। দেওয়ালের নীচে চাপা পড়েন আমিনুর। মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্র দিয়ে আমিনুরকে বের করার চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি জানাজানি হতে এলাকায় হইচই পড়ে যায়। শুরু হয় ছোটাছুটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফুলবাড়ি ফাঁড়ি ও গঙ্গারামপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। খবর দেওয়া হয় দমকলে। এরপর পুলিশ ও দমকলকর্মীদের তৎপরতায় প্রায় সাত ফুট গর্ত থেকে আমিনুরকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেন।

যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেল সুরক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার ০৬ ব্যক্তি

মালিগাঁও, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজেদের জোনের মধ্যে ১৩ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ০৬ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযানের সময় আরপিএফ গুয়াহাটি, ডিমাপুর, কিষানগঞ্জ, কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি ইত্যাদি রেলওয়ে স্টেশন থেকে সফলভাবে প্রায় ৭২.৫ হাজার টাকার মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য উদ্ধারকৃত মূল্যবান সামগ্রী সহ ধৃত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট জিআরপি-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আলিপুরদুয়ার আরপিএফ টিম আলিপুরদুয়ারের সিপিডিএস এবং সিআইবি টিমের সাথে যৌথভাবে ০২৫১৭ নং. আপ (কলকাতা-গুয়াহাটি স্পেশাল) ট্রেনে এসকর্ট দেওয়ার সময় প্রায় ২০ হাজার টাকা মূল্যের দুটি চুরি করা মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে আটক করে। একই দিনে গুয়াহাটির আরপিএফ টিম গুয়াহাটির সিআইবি টিমের সাথে যৌথভাবে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় প্রায় ১০ হাজার টাকা মূল্যের দুটি চুরি করা মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে আটক করে।

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি আরপিএফ-এর এসকর্ট টিম ১৫৬৫৭নং. আপ (ব্রহ্মপুত্র মেল) ট্রেনে পাহারা দেওয়ার সময় প্রায় ৯.৫ হাজার টাকা মূল্যের দুটি চুরি করা মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে আটক করে।

১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে কাটিহারের (ইস্ট) আরপিএফ টিম এবং সিপিডিএস ও জিআরপি টিম যৌথভাবে কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালানোর সময় ৩ হাজার টাকা নগদ সহ একটি চুরি করা লেডিস পার্স সহ এক ব্যক্তিকে আটক করে। একই দিনে কিষানগঞ্জের আরপিএফ টিম নিউ জলপাইগুড়ির সিআইবি টিমের সাথে যৌথভাবে কিষানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি চুরি করা মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে আটক করে।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ডিমাপুরের আরপিএফ টিম ১৫৬৬৬ নং. ডাউন (বিজি এক্সপ্রেস) ট্রেনে ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি চুরি করা মোবাইল ফোন সহ একজন ব্যক্তিকে আটক করে।

২০২৪-এর জানুয়ারি মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ৩০ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রায় ৬.৫২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪০টি মোবাইল, ০১টি ল্যাপটপ ও নগদ অর্থ ইত্যাদি উদ্ধার করে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য উদ্ধারকৃত মূল্যবান সামগ্রী সহ ধৃত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট জিআরপি-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেল ব্যবহারকারীদের দিকনির্দেশ এবং সাহায্য প্রদানের জন্য সবসময় প্রস্তুত। ট্রেনে যাত্রা করার সময় কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে রেল যাত্রীরা ১৩৯ (টোল-ফ্রি) নম্বরে কল করতে পারেন।

১০০ দিনের কাজের পাওনা মেটাতে হেলেঞ্চাতে খোলা হয়েছে সহায়তা কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সাম্প্রতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিল রাজ্যের জব কার্ডের শ্রমিকদের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। শ্রমিকদের পাওনা মেটাবে রাজ্য সরকার এবং সেই জন্যে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় সহায়তা কেন্দ্র খুলে শ্রমিকদের নথিপত্র জমা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল

এদিন বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হেলেঞ্চাতে বাগদা থানার সামনে একটি সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ৩ নং আসনের জেলা পরিষদ সদস্য ভানুমতি বালা ও বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার , যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সরজিত ঢালীর উপস্থিতিতে। ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকদের নথিপত্র জমা নেওয়া হয়।

এই বিষয়ে বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নির্দেশ দিয়েছিল সেই মতই আমরা সহায়তা কেন্দ্র খুলেছি। সাধারণ শ্রমিকদের কাছ থেকে আমরা নথিপত্র জমা নিচ্ছি। ইতিমধ্যেই অনেক শ্রমিক তাদের নথিপত্র জমা দিয়েছেন।

শ্রমিকদের দাবি আমাদের বকেয়া টাকা পাওয়ার জন্যই আমরা নথিপত্র জমা দিচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেসের সহায়তা কেন্দ্রে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকা দেবে বলেও আশাবাদী তারা।

খড়িবাড়িতে সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শনে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

খড়িবাড়ি,১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স) : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর ১০০ দিনের কাজের বকেয়া পরিশ্রমিক দিতে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে সহায়তা কেন্দ্র। এদিন প্রথম দিনের সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

রবিবার খড়িবাড়িতে আয়োজিত শিবিরে জর্বকার্ডধারীদেল ফর্ম পূরণ করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ১০০ দিনের টাকা ও লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে খোঁজখবর নেন তিনি।

তিনি বলেন, ২০২১ সালে কাজ করেও টাকা পায়নি জর্বকার্ডধারীরা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর ১ মার্চ থেকে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভান্ডারও ঢুকবে।

ডুবুর্ডি ব্রিজের নিচে অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

পশ্চিম বর্ধমান, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তের ডুবুরডিহি চেকপোষ্ট সংলগ্ন ডুবুর্ডি ব্রিজের নিচের থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ঝাড়খণ্ডের মাইথন ওপি পুলিশ পৌচ্ছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে রবিবার সকালে ডুবুরডিহি চেকপোষ্ট সংলগ্ন সেতুর নীচে এক বৃদ্ধের মৃতদেহ পড়েছিল। খবর পেয়ে প্রথমে কুলটি থানার চৌরঙ্গী

মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কোন সন্দেহ নেই যে প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় বারও ক্ষমতায় আসবেন।

শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী দেশের দারিদ্রতা এবং উন্নয়নের কথা ভাবেন কিন্তু 'আইএনডিআই' জোট —এর নেতারা নিজের সন্তানদের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী করার কথা ভাবেন। মোদী গত ১০ বছরে দেশের যে প্রভূত উন্নয়ন করে ভারতের স্বপ্নকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। 'আইএনডিআই' জোটের ক্ষমতায় আসার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেও এদিন শাহ জানান।

গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে

● প্রথম পাতার পর

টেনে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে ভয়-ভীতির পরিবেশ কায়েম রয়েছে। তারপরও বিধানসভা আগে অবস্থা থেকে বর্তমানে আরো অনেক ভালো অবস্থায় রয়েছে দল। এবং দলের কর্মীদের পুনরায় লড়াই করার মানসিকতা রয়েছে। আরো বলেন, নরেন্দ্র মোদি এমন কোন কাজ করেনি যে দেশবাসী সমর্থন করবে।

চুরি যাওয়া লরি উদ্ধার, ধৃত ১

● প্রথম পাতার পর

আটক করে নথিপত্র দেখাতে বললেই চোর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে পুলিশ তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে সাথে পুলিশ লরি মালিক ইকবাল মিয়াকে খবর পাঠিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তিনি ছুটে গিয়েছেন। এদিকে পুলিশ অভিযুক্ত রিপন দাসকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

'রোজগার দাও ন্যায় দাও'

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি সরকার। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিজেপি সরকার ১০ বছরে চাকুরী দিয়েছে মাত্র ৮ লক্ষ। বর্তমানে দেশের যুবরা বলছে পদ্মফুল শুকিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ে যাচ্ছে পাপড়ি। কারন প্রতিশ্রুতি দিয়েও হল না বছরে দুই কোটি চাকুরী।

দেশের যুবরা যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাওতাবাজি ধরে ফেলেছে, তখন নরেন্দ্র মোদী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মকে নিয়ে রাজনীতি শুরু করে দিয়েছেন। রাম মন্দির নির্মাণের কাজ এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু রাম মন্দির উদ্বোধন করে ফেলেছেন। রাহুল গান্ধী বাড়ে বাড়ে বলছেন কংগ্রেস কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। ধর্মের ভিত্তিতে কংগ্রেস মানুষকে ভাগ করতে চায় না। দেশের মোট জন সংখ্যার ৬৫ শতাংশ যুব। তার মধ্যে বেকারের হাত ২৫ শতাংশের অধিক। কংগ্রেস সরকারের সময় বেকারের হার ছিল ১৭ শতাংশ।

মর্মান্তিক ! বিয়ের ৭

● প্রথম পাতার পর

শব্দ শুনে এলাকা বাসির মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে। খবর দেওয়া হয় উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। খবর পেয়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থল ছোটে আসেন উভয় গাড়ির আহত যাত্রীদের উদয়পুর টেপানিয়াস্থিত গোমতি জেলা হাসপাতাল ও বিশ্রামগণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে ,টেপানিয়াস্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক দেবাদ্রিতাকে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বলে ঘোষনা করেন। অপর দুই জন যথাক্রমে গাড়ি চালক সমীর রায় ও লক্ষ্মী সাহাকে মারাত্মক আহত হওয়ার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। অপর দুই জন যাত্রী উৎপল সাহা ও রানা সূত্রধরকে জিবি পি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রাধাকিশোরপুর থানা ও কাকড়াবন আউট পোস্টের পুলিশ দুটো গাড়িই বাজেয়াপ্ত করেছে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় সদ্য বিবাহিত আঠাশ বৎসরের গৃহবধূ দেবাদ্রিতার মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

১০০ দিনের

● প্রথম পাতার পর

কখনও প্রধানমন্ত্রী হত না। গণতন্ত্রে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিজেপিই একমাত্র এই সুযোগ দেয়।

বিদেশনীতি নিয়েও ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে বিশ্বের সঙ্গে বন্ধু হতে গেলে, জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে আপোশ করতে হবে। অনেক নেতাই বুঝতে পারতেন না কোন নীতি অনুসরণ করবেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী কোনও দ্বিধা না করেই দেশের নিরাপত্তাকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারতকে বিশ্বমিত্র করে তুলেছেন তিনি। সাম্প্রতিক কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের সম্পর্ক এখন দৃঢ় হচ্ছে। এই সমস্ত কিছুর জন্য বিজেপি সরকারকে কৃতিত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের প্রত্যাবর্তনে আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে বিশ্বও এখন বিশ্বাস করছে যে দলটি ক্ষমতায় ফিরে আসবে। এ কারণে সাধারণ নির্বাচনের আগেও তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে সফরের আমন্ত্রণ পাচ্ছেন।

ক্রীড়াঙ্গন

রঞ্জি : রেলওয়েজ ঘুরে দাঁড়ালেও জয়ের হাতছানি ত্রিপুরার সামনে

ত্রিপুরা- ১৪৯ত ৩৩৩ রেলওয়ে- ১০৫ত ২৭০/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। বোলারদের দিকে তাকিয়ে ত্রিপুরা। সোমবার ম্যাচের শেষের দিন সকালে রাজ্যদলের বোলাররা যদি জ্বলে উঠতে পারেন তাহলেই মরশুমের শেষ ম্যাচে জয় পেতে পারবে ত্রিপুরা। নতুবা প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থেকেও জয় নিয়ে রাজ্য ছাড়বে রেলওয়ে। আপাতত তৃতীয় দিনের শেষে ম্যাচের লাগাম সফররত দলের হাতে। জয় পেতে সফররত দলের আরও দরকার ১০৮ রানের। হাতে রয়েছে ৬ উইকেট। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও বোলাররা জ্বলে উঠবে এমনই প্রত্যাশা ছিলো রাজ্যের ক্রীড়া প্রেমীদের। কার্যত তা হলো না। ত্রিপুরার জয়ের গ্রাস কার্যত কেড়ে নিচ্ছেন ওপেনার প্রথম সিং। অপরাজিত রয়েছেন ১১৩ রানে। রণজি ট্রফি ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার ১৪৯ রানের জবাবে রেলওয়ে ১০৫ রান করেছিলো প্রথম ইনিংসে। ৪৪ রানে এগিয়ে থেকে ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩৩ রান করে। ৩৭৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে সফররত দল ৪ উইকেট হারিয়ে ২৭০ রান করে। দ্বিতীয় দিনের ৯ উইকেটে ২৮৬ রান নিয়ে খেলতে নেমে সোমবার আরও ৪৭ রান যোগ করে ত্রিপুরা। অভিজিৎ সরকার ৭৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রান করে আউট হলেও রাণা দত্ত ৬১ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭ রানে অপরাজিত থেকে যান। শেষ উইকেটে ওই দু-জন ১১৫ বল খেলে ৯২ রান যোগ করেন। রেলওয়ের পক্ষে হিমাংশু সাঙ্গয়ান ৫৫ রানে ৪ টি এবং যুবরাজ ৯৭ রানে ৪ টি উইকেট দখল করেন। ৩৭৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে মণিশঙ্কর মুড়াসিং এবং রাণা দত্ত-র দাপটে একসময় ৩১ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় ছিলো সফররত দল। ওই অবস্থায় ওপেনার প্রথম সিং এর সঙ্গে রুখে দাঁড়ান মহম্মদ সৈইফ। ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ঠান্ডা মাথায় দু-জন এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দলকে। উইকেটে সেট হয়ে দু-জন কিছুটা মারমুখি ব্যাটও করেন।

ওই জুটি ২৪১ বল খেলে ১৭৫ রান যোগ করে দলকে জয়ের স্বপ্ন দেখাতে থাকেন। সৈইফ ১২৬ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৬ রান করে বিক্রম দেবনাথের বলে আউট হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিনের শেষে রেলওয়ে ৬৯ ওভার ব্যাট করে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৭০ রান করে। প্রথম ১৯৩ বল খেলে ১২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১৩ রানে এবং অরিন্দম ঘোষ ৬৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন। ত্রিপুরার পক্ষে মণিশঙ্কর মুড়া সিং ৪১ রানে ২ টি, বিক্রম দেবনাথ ৩৬ রানে এবং রাণা দত্ত ৫৬ রানে ১ টি করে উইকেট পেয়েছেন।

নাইডু ট্রফি : ব্যাটিং ব্যর্থতার শিকার ত্রিপুরা, চালকের আসনে ঝাড়খন্ড

ত্রিপুরা-১৩৭ ঝাড়খন্ড-১৭৪/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রথম দিনই পরাজয়ের কবর খুড়ে নিলো ত্রিপুরা। শুধুমাত্র ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায়। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে পরাজয় দিয়েই মরশুম শেষ করবে রাজ্যদল। অনূর্ধ-২৩ কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে। বোকারোর বি এস এল মাঠে অনুষ্ঠিত আসরের প্রথম দিনের শেষে ৩৭ রানে এগিয়ে স্বাগতিক দল। ত্রিপুরার গড়া ১৩৭ রানের জবাবে ঝাড়খন্ড ৪ উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান করে। টার্ণিং উইকট সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা শুরু থেকেই ২২ গজে লুটিয়ে পড়ে। নবম উইকেটে ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ এবং দেবরাজ দে যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারতেন তাহলে রাজ্যদলের স্কোর ১০০ রানের গন্ডি হয়তোবা পার করতে পারতো না। নবম উইকেটে দু-জন ১৩৫ বল খেলে ৬৫ রান যোগ করেন। ত্রিপুরা ৪৭ ওভার ব্যাট করে মাত্র ১৩৭ রান করতে সক্ষম হয়। রাজ্যদলের পক্ষে ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ৬৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭, নবারুণ চক্রবর্তী ৩৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১,দেবরাজ দে ৮৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, অমিত আলি ২৪ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং সেন্টু সরকার ২৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। ঝাড়খন্ডের পক্ষে মানিষী ৪৪ রানে ৬ টি এবং সাহিল রাজ ১৯ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ঝাড়খন্ডের শুরুটাও মোটেই ভাল হয়নি। ত্রিপুরার স্পিনারদের দাপটে একসময় ৪৪ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে ছিলো স্বাগতিক দল। ওই অবস্থায় সত্য সেতু এবং রাজন দ্বীপ রুখে দাড়ান। এবং কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। এবং দলকে প্রত্যাশিতভাবে লিড এনে দেন। রাজন দ্বীপ শেষ পর্যন্ত প্রথম দিনের শেষে অপরাজিত থেক যান। রাজন ৯৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮২ রানে এবং দলনায়ক সাহল রাজ ১৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া স্বাগতিক দলের পক্ষে সত্য সেতু ৭৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪,শরণদ্বীপ সিং ২৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং শিখর মোহন ৩০ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে অমিত আলি ৬৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন।

খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস যোগাসনা প্রতিযোগিতা শুরু, ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সেই প্রথম বেলা থেকেই। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে বেলা দুটোয়।

তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত এই খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস যোগাসনা প্রতিযোগিতায় সারাদেশ থেকে ১৫ টি বিশ্ববিদ্যালয় টিম এতে অংশ নিয়েছে পুরুষ বিভাগে অংশগ্রহণকারী হিসারের গুরু জাম্ভেশ্বর ইউনিভার্সিটি, পাঞ্জাবের লাভলী প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি, সাবিত্রীবাই ফুলে পুনে ইউনিভার্সিটি, কিট ইউনিভার্সিটি, আরটিএম নাগপুর ইউনিভার্সিটি, হরিদ্বার এর দেব সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, অন্ধ্র প্রদেশের রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি। মহিলা বিভাগে ইউনিভার্সিটি অফ কালিকট, ইউনিভার্সিটি অফ কল্যানী, কীট ইউনিভার্সিটি, দ্য ইউনিভার্সিটি অফ বর্ধমান, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি এবং আর টি এম নাগপুর ইউনিভার্সিটি। খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে মোট ইভেন্ট কুড়িটি হলেও একটি ইভেন্ট যোগাসনার আসর হচ্ছে আগরতলায়।

অবশিষ্ট ইভেন্ট গুলোর খেলা হচ্ছে গুয়াহাটিতে। এনএসআরসিসি-র ইন্ডোর হলে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্বে রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার দীপক শর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের উপসচিব সুব্রত কর্মকার, সাঁইয়ের কম্পিটিশন ম্যানেজার ড় চন্দ্রকান্ত মিশ্র উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সান্ধ্যকালীন এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কম্পিটিশন ম্যানেজারের পাশাপাশি যোগাসনা ভারতের মুখ্য কর্মকর্তা রাম চাওলা এবং কোষাধ্যক্ষ রোচিত কৌশিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের ব্যাডমিন্টন আসরে অদ্রিজা, অঞ্জন, রামানুজ চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা , ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন আয়োজিত পুরুষদের ডাবলস এবং মহিলা দের সিঙ্গলস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা রবিবার সন্ধ্যায় শেষ হয়েছে। মহিলাদের সিঙ্গলস প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে অদ্রিজা দে। সে হারিয়েছে পিউ দে কে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ এই ফাইন্যাল খেলার স্কোর ২১/১৯ এবং ২১/১৮।

এর আগে অদ্রিজা দে নম্রতা কর্মকারকে হারিয়ে এবং পিউ দে দেবারতি ভৌমিককে হারিয়ে ফাইনালে উঠে।পুরুষদের ডাবলসে জয়ী হয় অঞ্জন মজুমদার এবং রামানুজ পাল জুটি। তারা ২১/১০ এবং ২১/১৪ পয়েন্টে পরাজিত করে সুকান্ত বণিক এবং প্রসেনজিৎ মজুমদার জুটিকে।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থমূল্য ও স্মারক তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের দুই প্রবীণ সদস্য কমল সাহা এবং রণেন দাশগুপ্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি মানিক সাহা এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সচিব রজত কান্তি সেন। চিফ রেফারি অনুভা চৌধুরীর হাতে উদ্যোক্তা দের পক্ষ থেকে স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

সেইল ফুটবল একাডেমিতে ত্রিপুরা থেকে ছয় খেলোয়াড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রাথমিকভাবে ছয় জন ফুটবলারকে নির্বাচিত করে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, পুনরায় ত্রিপুরা থেকে ফুটবলার নিযুক্তির প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ আজ রবিবার শেষ হয়েছে। এবার পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের বার্নপুর ইসকো স্টিল প্লান্ট এর সেইল ফুটবল একাডেমির জন্য। এ উপলক্ষে প্রিলিমিনারি সিলেকশন ট্রায়াল শনিবারে শুরু হয়ে রবিবারে শেষ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ছয়জন ফুটবলার হলো শান্তা জয় রিয়াং, শক্তি ত্রিপুরা, ভেঙ্গা ডার্লং, চন্দ্র কুমার রিয়াং, খাকচান জমাতিয়া, রজনীকান্ত ত্রিপুরা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিজেপির জাতীয় কনভেনশনের শেষ দিনে দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

মহিলাদের স্বশক্তিকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী : সুব্রত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। মহিলাদের স্বশক্তিকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই দিশা নিয়ে কাজ করছে পার্টি। স্বসহায়ক দলগুলির মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রবিবার বিকেল তিনটায় খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত উত্তরসিঙ্গিছড়া গ্রামপঞ্চায়েত কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় শক্তি সংবাদ কর্মসূচিতে একথা বলেন বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার। এদিন উত্তর সিঙ্গিছড়া গ্রামপঞ্চায়ের মহিলা স্ব-সহায়ক দল এবং এনজিও''র মহিলা কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত শক্তি সংবাদ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একথা বলেন খোয়াই বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার।

সামনেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক শক্তি মজবুত করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ কমিটি।

এক্ষেত্রে তৃণমূল স্তর থেকে জনসম্পর্কে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

লোকসভা ভোটকে নিশানা করে এবার মাতৃশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে শক্তি সংবাদ কর্মসূচি হাতে নেয় ভারতীয় জনতা পার্টি। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে স্ব-সহায়ক দল এবং এনজিও-র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাথে যুক্ত করা। উওরশিঙিছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শক্তি সংবাদ আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার। তাছাড়া পঞ্চায়েত খোয়াই সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস কান্তি দাস, মহিলা মোর্চা খোয়াই জেলা সভানেত্রী অপর্ণা সিংহ রায় সহ অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের এই সুব্রত মজুমদার বলেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে যেগুলি মহিলা পরিচালিত স্ব সহায়ক দল রয়েছে এবং মহিলা স্বশক্তিকরণের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী যে উন্নয়নমূলক কাজ গুলি করেছেন সেগুলিকে আরো উন্নততর করা অর্থাৎ মহিলাদের আয় সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন।

জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠীত যোগদানসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনেরেখে কাজকরেযাচ্ছে ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপি। রবিবার ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর উদ্দ্যোগে পূর্ব পিলাক ৫৫ নং বুথে অনুষ্ঠীত হয় এক আলোচনা সভা ও যোগদানসভা। আজকের এই আলোচনা সভায় বক্তব্যরাখতেগিয়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মহসূচীর কথা জনসম্মুখে তুলেধরলেন বিজেপির নেতৃত্ববৃন্দরা।

আলোচনাসভায়. বক্তব্যরাখতেগিয়ে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রথেকে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান বক্তারা। আলোচনা সভায় বক্তব্যশেষে সি পি আই এম ও তিপ্রামথা দলত্যাগকরে ৮ পরিবারের ২১ ভোটার বিজেপিতে যোগদানকরে। দলত্যাগীদের হাতে দলীয়পতাকাদিয়ে বরন করেনেন মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। সকলে আশাবাদী মন্ডল সভাপতির নেতৃত্বে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রথেকে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে।

ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাতে ষোলটি পাওয়ার টিলার মেশিন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ইন্দো-বাংলা আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া সাব্রুম দৌলবাড়ী অঞ্চলে পাওয়া গেল ষোলটি পাওয়ার টিলার মেশিন।নাগাসি টিলার এক বাড়ি থেকে উদ্ধার এই মেশিন। ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, সাব্রুম মহকুমা, সাব্রুম থানার অন্তর্গত সাতচাঁদ আর.ডি.ব্লকের অধীনে থাইবুং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নাগাশিটিলার রতন ধরের বাড়ীতে কৃষকদের বরাদ্দের সরকারী ১৫-টি পাওয়ার টিলারেট দেখা মিলেছে।

এবিষয়ে সাতচাঁদ এগ্রি সাব-ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এস.এ. জিতেন ত্রিপুরা এবং সায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জবা দেব জানিয়েছেন, এই গুলি তাঁদের নয়। সাব্রুম মহকুমারের কৃষকদের প্রশ্ন সুবিধাভোগীদের সরকারি জিনিস কি করে অন্ধকারে বিক্রি করছেন। তাই নয়, প্রায় সময় এই রকম পাওয়ার টেলার বিক্রি করা হয়।

শিব মন্দিরে নবগ্রহ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। রবিবার সেন্ট্রাল রোড স্থিত শ্রী শ্রী শিব মন্দিরে রবিবার নবগ্রহ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সনাতন জ্যোতিষ কলেজ ও কাজল অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে এইদিন সকাল ৮ টায় মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে নব গ্রহ যজ্ঞ শুরু হয়।

এই নবগ্রহ যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালন করেন বিশিষ্ট পুরোহিত মানিক ঠাকুরতা।কাজল অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির সভাপতি প্রনব শেখর চৌধুরী জানান ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার ন্যায় সেন্ট্রাল রোডস্থিত শিব বাড়িও পূর্ণ ভূমি।

তাই সেখানে এই নবগ্রহ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে।

নবগ্রহ যজ্ঞ করলে মানব দেহের সকল অশুভ প্রক্রিয়ার বিনাস ঘটে। বিগত দিনে এই নবগ্রহ যজ্ঞ করে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেক মানুষ এই নবগ্রহ যজ্ঞে সামিল হয়। মানুষের জীবনে পূর্ণতা লাভ করার জন্য এই নবগ্রহ যজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন।

প্রাক্তন সেনা জওয়ানের খুনের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাতের আধারে নিজ বাড়ির অনতিদূরে খুন হয়েছিল প্রাক্তন সেনা জওয়ান হরিলাল দেববর্মা। পরদিন সাতসকালে তার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওই খুনের সাথে জড়িত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ।প্রাক্তন সেনা জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধারের পরপরই তার পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ তোলা হয়। পুলিশ কালবিলম্ব না করেই ঘটনার প্রাথমিক রূপরেখায় সরাসরি খুনের মামলা হাতে নিয়েই তদন্তে নামে। গত এক সপ্তাহে কল্যানপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর তাপস মালাকার নিজের বুদ্ধিমত্তায় একাধিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে থানায় এনে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। এরই মধ্যে পুলিশের জালে ধরা পড়ে এলাকার রাবার ব্যবসায়ী মঙ্গল গোয়ালা। প্রাথমিক সূত্র পেয়েই খুনকান্ডে যুক্ত সন্দেহে তাকে আটক করে খোয়াই আদালতে বিচারকের অনুমোদনে তিন দিনের জন্য রিমান্ডে নিয়ে আসে। থানায় পুলিশের দফাওয়ারি জিজ্ঞাসাবাদে শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে মঙ্গল গোয়ালা।

অকফটে স্বীকার করে শুধুমাত্র ব্যানার টাকা না দিতেই সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে প্রাক্তন সেনা জোয়ানকে খুন করে সে। রবিবার সকালে খোয়াই মহকুমার সিনিয়র ডিসিএম (ম্যাজিস্ট্রেট) এর উপস্থিতিতে মঙ্গল গোয়ালা খুন কান্ডের পুরো ঘটনার জবানবন্দি দেয়। দেখা গেছে দীর্ঘ এক বছর যাবত এই মঙ্গল অনলাইনে জোয়ার নেশায় মত্ত হয়ে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে মোটা টাকা ধার করে। ইদানিং জুয়ায় সর্বস্বান্ত হতে গিয়ে নিজের রাবার ব্যবসায় প্রাক্তন সেনা জোয়ানের কাছ থেকে রাবার শিট ক্রয় বাবদ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা দেনা করে। ইতিমধ্যেই দেনার টাকা পরিশোধে মঙ্গলকে চাপ দিতে থাকলে সে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে থাকে। এরই মধ্যে মঙ্গল প্রাক্তন সেনা জোয়ান হরিলাল দেববর্মাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। যথারীতি পরপর দুদিন রাতের আঁধারে হরিলাল দেববর্মাকে খুন করতে গিয়েও নির্জন পথে মানুষের আনাগোনা থাকায় খুনের ছক ভেস্তে যায়। শেষ পর্যন্ত গত ৯ই ফেব্রুয়ারি রাত আটটা নাগাদ গ্রামীণ বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে নৃশংসভাবে খুন হয় প্রাক্তন সেনা জওয়ান।

অভিযুক্তের কথা অনুযায়ী দেনার টাকা পরিশোধ করতে তার কাছে একমাত্র প্রতি ছিল রাবার ব্যবসায়ী তথা প্রাক্তন সেনা জোয়ানকে খুন করা। আজ পুলিশের জাম্বু বাহিনী ম্যাজিস্ট্রেটকে সাথে নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পৌঁছে অভিযুক্তের মহড়ায় কোন কান্দে ব্যবহৃত বাঁশের ফাইল একটি কর্দমাক্ত ডোবা থেকে উদ্ধার করে আনে। তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কল্যাণপুর থানা কেইস নং- ০৩/২০২৪ আন্ডার সেকশন ৩০২ আই পি সি ধারা মোতাবেক গ্রেপ্তার করে খোয়াই আদালতে তোলা হয়। বিচারক অভিযুক্তকে জেলহাজতে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য খোয়াই জেলার কল্যানপুর থানাধীন জলাইতিশা এডিসি ভিলেজের কালিকৃষ্ণ পাড়ার বাসিন্দা হরিলাল দেববর্মা পিতা মৃত ব্রজেন্দ্র দেববর্মা বয়স ছাপান্ন। দীর্ঘ বছর দেশ রক্ষায় সেনাবাহিনীতে বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে অবসরে আসেন। নিজের গ্রামের বাড়িতে অবসর কালীন সময়ে বাড়ি লাগোয়া নিজের রাবার বাগানে কাজকর্ম করেই বেশ ভালো ভাবেই জীবন যাপন করছে। প্রতিদিনের মতোই গত ৯ই ফেব্রুয়ারি পড়ন্ত বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। পরদিন তার বাড়ি থেকে প্রায় শতাধিক মিটার দূরে সানীয় মানুষ জলাশয়ে তার মৃতদেহ দেখতে পায় সানীয় মানুষ। কল্যাণপুর থানার পুলিশ প্রশাসনকে ঘটনার খবর দিলে পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছে জলাশয় থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে। তার মাথায় একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। পুলিশ প্রশাসন ঘটনাটি খুনকান্ডের সন্দেহে ডগ স্কোয়াড টিম ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দলকে তদন্তের জন্য তলব করে আনলেও সেইদিন ফলাফল অশ্বডিম্ব। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় পুলিশ নিজেদের তদন্তের জাল বিস্তার করে ঘটনার দশ দিন পর মূল অভিযুক্তকে তথ্য প্রমান সহ গ্রেপ্তার করে সফলতা পায়। ২০২৩ সালে কল্যাণপুর থানা এলাকায় পাঁচটি খুনের ঘটনায় সব কটিতেই ওসি ইন্সপেক্টর তাপস মালাকারের প্রচেষ্টায় মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল। আজকের সফলতায়ও স্থানীয় জনমানুষে পুলিশের ভূমিকায় স্বস্তি দেখা দেয়।

প্রয়াত সাংবাদিকদের স্মরণ প্রেস ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। এক হৃদয় স্পর্শী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শনিবার প্রবীণ সাংবাদিক পার্থ সেনগুপ্ত, সহযোগী সদস্য কল্যাণ গুপ্ত, সুশান্ত দেববর্মা এবং চিত্র সাংবাদিক দেবাশীষ বড়ুয়াকে স্মরণ করলো আগরতলা প্রেসক্লাব।

ব্যক্তি মানুষ হিসেবে প্রয়াত এই চারজন ছিলেন অনন্য বোধের অধিকারি। তাদের কর্মনিষ্ঠা সততা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার দিকটিও স্মৃতি চারনায় উঠে এসেছে। এদিন সন্ধ্যা পাঁচটায় আগরতলা প্রেসক্লাবের ত্রিতলের হলঘরে হয় শোক সভা। শুরুতেই প্রয়াত চারজনকে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক, সংবাদ কর্মী সহ তাদের পরিবারের লোকজন। চারজন আলোকময় ব্যাক্তির কঠোর ও কঠিন পথের সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে।

এরপর সকলে কিছু সময় দাঁড়িয়ে তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অগণিত মানুষের হৃদয় জয় করা চারজনের স্মৃতি চারনা করে আলোচনা করেন আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, বরিষ্ঠ সাংবাদিক সঞ্জীব দেব, হারাধন দেবনাথ, চিত্রা রায়, প্রণব সরকার, প্রনব ঘোস, সহযোগী সদস্য পারিজাত দত্ত, হরিহর দেবনাথ। আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফে প্রয়াত সদস্য প্রশান্ত সেনগুপ্ত (পার্থ), দেবাশীষ বড়ুয়া, সহযোগী সদস্য কল্যাণ গুপ্ত ও সুশান্ত দেববর্মার নিকট আত্মীয়ের হাতে শোক লিপি তুলে দেওয়া হয়। প্রয়াত চারজনের কর্মজীবনের সততা একনিষ্ঠতা এবং সাংবাদিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাংবাদিকতার মান উন্নয়নের প্রশ্নেও তারা যে অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন সেটা পালনের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানোর আহবান জানিয়েছেন সকলেই।

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে টি আর কে এস -র বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। রাজ্যের সকল অংশের মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করেছে।শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী ব্যবসায়ী সকল পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হতে পারবেন।জন আরোগ্য যোজনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ খোয়াই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এক বাইকের আয়োজন করা।

রবিবার দুপুরে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ খোয়াই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রী জন্য আরোগ্য যোজনা রাজ্যের জনগণের চিকিৎসা পরিষেবা আর্থিক সাহায্য সুনিশ্চিত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশাল বাইক মিছিল সংঘটিত করেছে। এদিনের এই বাইক র‍্যালিটি খোয়াই অফিসটিলা রোড থেকে বের হয়। মিছিল শুরু হওয়ার পূর্বে খোয়াইয়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে সরকারি কর্মচারীরা বাইক নিয়ে অফিসটিলা রোডের সামনে একটু জড়ো। পরবর্তী সুসজ্জিত একটি বিশাল বাইক মিছিল বের হয়।

বাইক মিছিলটি কোহিনুর কমপ্লেক্স, হাসপাতাল চৌমুনী, দুর্গানগর ,লালচড়া, গনকি, সোনাতলা হয় বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে পুনরায় অফিসটিলার রোডে এসে সমাপ্ত হয়। এই দিনের বাইকের বাইক মিছিলে প্রায় তিন শতাধিক সরকারি কর্মচারী বাইক নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

এই বিষয়ে বলতে নিয়ে নেতৃত্বরা জানিয়েছেন, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি জনআরোগ্য যোজনা চালু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই যোজনার সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছেন নেতৃত্বরা। ত্রিপুরায় ৯ লক্ষের অধিক জনগণের মধ্যে প্রায় ৫লক্ষ পরিবার আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। বাকিদের স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে এবারে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্প চালু করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে খুশি রাজ্যের জনগণ। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এদিন এই বাইক রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্রে।

১১২ বোতল এসকফ উদ্ধার সহ আটক তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। গোপন খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন এলাকায় ১১২ বোতল এসকফ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে বহি: রাজ্যের তিন যুবককে আটক করা হয়েছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে আজ রবিবার সকালে তৃষাবাড়ি স্থিত তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন এলাকায় কিছু যুবক নেশাসামগ্রী পাচার করবে। সেই খবরের পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে মোট ১১২ বোতল এসকফ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে বিহারের বাসিন্দা তিন যুবকের আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আন্তর্জাতিক পুতুল নাট্য উৎসব ২৬শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটারে ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক পাপেট উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। এই উৎসবে অংশ নেবে আমেরিকা, ব্রাজিল স্পেন, বাংলাদেশ থেকে তিনটি পাপেট থিয়েটারের দল। তাছাড়াও থাকবে দিল্লি, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার সহ ছয়টি দল। আজ প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটারের ডিরেক্টর প্রভিতাংশু দাস। তিনি বলেন এই প্রথমবার উত্তর পূর্বাঞ্চলে ত্রিপুরাতেই চারটি দেশকে নিয়ে এত বড় পাপেট উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিন দিনের উৎসবে মোট ১০ টি পাপেট শো মঞ্চস্থ হবে। এছাড়া উদ্বোধন পর্বে ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত সাতজন গুণী শিল্পী কে হরিপদ দাস স্মৃতি সম্মাননা প্রদান করা হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি উৎসবের শেষ দিন থাকছে পাপেট থিয়েটারের ওপর একটি বিশেষ সেমিনার। তিনি বলেন আমরা চাই এই শিল্পকে আরো উন্নত, আধুনিক ও মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক প্রদীপ দাস।

আইপিএফটি দলের নীতি নির্ধারক কমিটির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জানুয়ারি।। আইপিএফটি দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি এম সি সি বৈঠক আজ আগরতলার সুপারিবাগানের দশরথ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। দলের নেতা ও মন্ত্রী শুক্লাচরন নোওয়াতিয়া জানান, গত বছর বিধানসভা নির্বাচনের পর এই প্রথম আই পি এফ টি দলের এম সি সি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন দলের সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং, সহ সভাপতি কৃষ্ণ কান্ত জমাতিয়া, সহসাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা, সমবায় মন্ত্রী শুক্লা চরন নোওয়াতিয়া।।বৈঠকে সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। আগামী ৪ ঠা মার্চ দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের বিষয়েও আলোচনা হয় বলে জানা গেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।